1st Online Edition

Anweshan

January, 2020
Volume 1, Issue 1

In Quest of Dimension

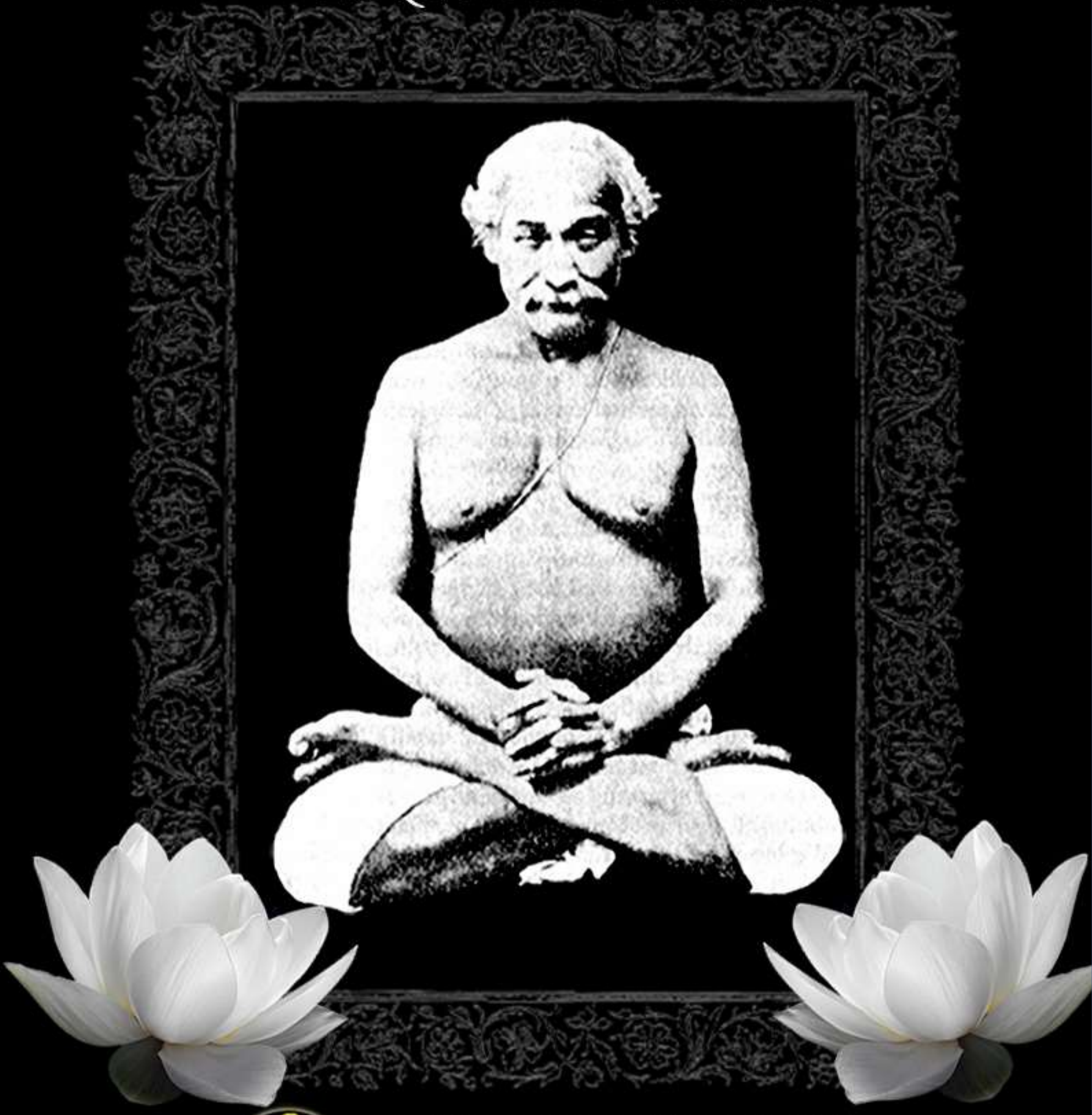

RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

Service to Atman is Service to Param Atman

स उ प्राणस्य प्राणः

অন্বেষণ

রাজযোগ - ক্রিয়াযোগ মিশন - এর মুখপত্র

প্রথম ডিজিটাল সংখ্যা

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম ।
তত্পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

স উ প্রাণস্য প্রাণঃ
রাজযোগ ক্রিয়াযোগ মিশন

© 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

First Digital Edition: 5th January 2020

Volume – 1: Issue - 1

Publisher:

RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

401, S. R. K, Paramhangsa Apartment.

6, Dargah Tala Ghat Lane. Post, Bhadrakali

Uttar Para, West Bengal 712232

Copyright © RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

Website: www.rykym.org

সংঘ মাতা - Sangh Mata:

শ্রীমতী সুজাতা রায় (Srimati Sujata Ray)

সম্পাদক মণ্ডলী - Editorial Team:

ডঃ ঐন্দ্রী রায় (Dr. Oindri Ray)

সাকেত শ্রীবাস্তব (Saket Srivastava)

সুদীপ চক্রবর্তী (Sudeep Chakravarty)

বিবেক সিং (Vivek Singh)

অমিতাভ দত্ত (Amitava Dutta)

সহকারী সম্পাদক মণ্ডলী – Asst. Editorial Team:

দীপাঞ্জন দে (Dipanjan Dey)

সুজয় বিশ্বাস (Sujay Biswas)

অমোল ভাবসার (Amol Bhavsar)

লেনিন ভার্গিস (Lenin Varghese)

পাপিয়া চ্যাটার্জী (Papia Chatterjee)

রাজেশ কুমার পাণ্ডা (Rajesh Kumar Panda)

নিরুপম মণ্ডল (Nirupam Mondal)

সুদেষ্ণা পাল (Sudeshna Paul)

ডঃ বিক্রম আদিত্য তোমার (Dr. Vikram Aditya Tomar)

Content

সম্পাদকীয় (Editorial) 5

“গুরু-শিষ্য কথা” (Guru Disciple Talk).......... 6

श्री तैलंग स्वामी (Shri Tailang Swami).......... 9

क्रिया में अनुशीलनता का महत्व (Importance of regular practice of Kriya).......... 11

“মাতৃশক্তি ও ঈশ্বর” 13

Kabir Ke Dohe.......... 16

Guru Granth Sahib in light of Kriya 17

Kriya and The Bible.......... 19

“শ্রী শ্রী চণ্ডী” 22

“পথের খোঁজে” 26

Durga, Kali and Jagaddhatri: Worship of the Divine Mother.......... 27

ক্রিয়াযোগ ও বিজ্ঞান – প্রথম অংশ 30

In Satsang with the holy master (The Mystery behind Twelve Pranayamas) 32

This Violence in Man.......... 34

Why do we have Mental Distractions While Doing Kriya? 36

Some Quotes of Gurudev Acharya Dr Sudhin Ray with Explanation 37

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

সম্পাদকীয়

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর ‘যোগদর্শন’-এ ‘যোগ’ ও তার অঙ্গ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘অষ্টাঙ্গযোগ’ সম্বন্ধে বলেছেন:

যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারনা-ধ্যান-সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ।। (২/২৯)
আবার মহর্ষি এই অষ্টাঙ্গযোগ-এর বিশেষ অঙ্গ - ‘নিয়ম’ সম্বন্ধে নির্দিষ্টরূপে বলেছেন:
শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধাননি নিয়মাঃ।।(২/৩২)
অর্থাৎ এটা বোঝা যায় যে - যোগ সাধনার এই পঞ্চনিয়মগুলির মধ্যে একটি বিশেষ হল ‘স্বাধ্যায়’।

‘স্বাধ্যায়’ এর দুটি অংশ - সু’অধ্যয়ন এবং স্ব’অধ্যয়ন।
সুঅধ্যয়ন হল ‘আমি কি পড়বো’ - সেটার সঠিক বিচারবোধ; আর স্বঅধ্যয়ন হল সেই সুনির্বাচিত বিষয়টি ‘নিজেই পড়া’। স্বঅধ্যয়ন করলে পাঠিত বিষয়ের একটি ছবি পাঠকের নিজের মাথার ভিতরেই তৈরি হতে থাকে - তাতে মানব মস্তিষ্কেরও বিকাশ হয়। সুঅধ্যয়ন দ্বারা নির্বাচিত বিষয়ে লিখিতজ্ঞান - স্বঅধ্যয়ন দ্বারা পাঠকের নিজ-মস্তিষ্কে পরিলক্ষিত হয় – যেটা সাধকের সাধনা-তপস্যাকালীন দর্শন-অনুভূতির সাথে মিলিয়ে নিতে হয়। **স্বাধ্যায় হল মানবের আত্ম-খোঁজ** – অর্থাৎ নিজেকে জানা। ফলে আত্মোন্নয়ন হয় এবং সাধক ক্রমশ সেই মহাশক্তির সর্বব্যাপী উপস্থিতি উপলব্ধি করে।

কিন্তু সময়-সুযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এবং অকারণে আমরা সকলেই সমরূপে স্বাধ্যায় করতে অসমর্থ হই। সেই সকল ক্রিয়াবান – যারা সাধনার সাথে স্বাধ্যায়ও করেন, তারা তাদের পাঠ-সমুদ্রের সার’টুকু এবং নিজেদের সাধন অভিজ্ঞতা-অনুভব কিয়দাংশে বাকিদের কাছে পৌঁছে দিলে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হই। এই পত্রিকার উদ্দেশ্যই হল সুঅধ্যয়ন’এর উপযোগী বিষয় পাঠকের স্বঅধ্যয়ন’এর জন্য সহজপ্রাপ্য করে তোলা। কারন, সকল সাধক-জীবাত্মার লক্ষ্যই হল সেই পরমাত্মার খোঁজ – ‘**অন্বেষণ**’।

পরমশ্রদ্ধেয় পথপ্রদর্শক গুরুদেব যোগচার্যা ড: সুধীন রায়’এর আদেশ অনুসারে ক্রিয়াবানদের বাৎসরিক পত্রিকা ‘অন্বেষণ’ - জানুয়ারী’২০২০ থেকে ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হবে। ভিন্ন ভাষা-ভাষী ক্রিয়াবান গুরুভাই ও গুরুভগ্নী’গণ – যারা ভৌগলিক দিক থেকে দূরে আছেন; বিশেষত তাদের সুবিধার জন্যই ও সকলের সাথে যোগসূত্র’রূপে ত্রৈমাসিক ‘অন্বেষণ’ online রূপে ‘রাজযোগ ক্রিয়াযোগ মিশন’ এর ওয়েবসাইট https://rykym.org থেকে প্রকাশিত হবে। এছাড়াও online -এ প্রকাশিত ত্রৈমাসিক চারটি পত্রিকার নির্বাচিত কিছু বিষয়ের সংকলন - বাৎসরিক অন্বেষণ’এর সংগ্রহযোগ্য মুদ্রিত রূপও গুরুদেব ও গুরুমা’র আশীর্বাদে প্রকাশের ইচ্ছে রইল।

Editorial

Maharshi Patanjali while explaining Yoga and its limbs in his ‘Yogadarshan’ has mentioned **Ashtangayoga** as **Yama-Niyam-Asana-Pranayama-Pratyahara-Dharana-Dhyana-Samadhayohshtavangani** meaning Yama, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan and Samadhi are the eight limbs of Yoga **[Chapter 2, Verse 29]**.

Again, Maharshi Patanjali has elaborated Niyama as **Saucha-Santosh-Tapah-Svadhyayeshvarapranidhanani Niyamah [Chapter 2, Verse 32]**. It is clear that amongst the five Niyamas enunciated by Patanjali, Swadhyaya comes to occupy a very important and special place.

There are two aspects of Swadhyaya viz **Su-adhyayan** and **Sva-adhyayan**. ‘Su-adhyayan’ is deciding wisely the contents one should read and ‘Sva-adhyayan’ is reading the so decided materials on one’s own volition. By Swadhyayan an image of the material so read gets imprinted in the readers’ mind allowing thus his brain and consciousness to develop. This helps the knowledge so acquired from manuscripts and/or scriptures selected through Suadhyayan getting manifested in the reader that he may then compare with his visions and/or experiences that he had during sadhana. **Swadhyaya** is man’s quest for self, that is, to know oneself that results in a sadhak becoming conscious of his soul and realising gradually that omnipresent Supreme Power.

However due to lack of time and/or opportunity or even in the absence of any valid reasons we do not equally practice Swadhyay. If those kriyabans engaged in swadhayay, in addition to sadhana are able to share/transmit the gist of their learning and to some extent their experiences/perceptions from sadhana, then all stand definitely benefitted. The aim of this magazine, therefore, is to make available to the readers for ‘Swadhyayan’ the materials apt for ‘Suadhyayan’ in a lucid manner since the ‘Search of Paramatman’ or **‘Anweshan’** is the goal of all sadhak-jivatma.

Accordingly as per directions of revered Gurudev Acharya Dr Sudhin Ray it has been decided to publish ‘Anweshan’, the editorial mouthpiece of the Mission, every three months in digital format beginning January’2020 and onwards for the interest of kriyabans spread all over the world and speaking different languages, that shall be made available on the official website of **Raj Yoga Kriya Yoga Mission** at **https://rykym.org**. In addition, we wish to publish a hardcopy edition of the annual Anweshan magazine, assimilating selected articles from the four online magazines already published in a particular year with the blessings of Gurudev and Gurumaa.

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

“গুরু-শিষ্য কথা”

- আচার্য্য শ্রী ডঃ সুধীন রায়

ক্রিয়াবানদের এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে যে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় কোন কারনে আমরা জন্ম নিয়েছি। ক্রিয়াবানদের মধ্যে অনেকে বলে - রোজই তো করছি, কিন্তু কোন প্রেরণা পাচ্ছিনা। আসলে সাধারন ভাবে ক্রিয়াযোগ কোন ব্যক্তিগত সিদ্ধি বা মুক্তির জন্য নয় এই পদ্ধতি হচ্ছে “ভগবানের শক্তি, আলো ও চেতনা নামিয়ে এনে অতিমানবিক অবস্থায় পৌঁছাবার চেষ্টা করা” (শ্রীঅরবিন্দ) ।

যোগের মূল নীতি যা বলা আছে – তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিশ্বাস, ব্যাকুল ইচ্ছা, সমর্পণ আর অপরিগ্রহীতা। সমস্ত জগতের দেহধারী অবস্থা বিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়েই আসে, কিন্তু জীব তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেই থাকতে চায়; যে কারনে সে জন্মালো - মায়ার আবেশে সেসব সে ভুলে যায়। সে অহংকারী ও ক্ষমতার দাস হয়েই থাকতে চায়। প্রত্যেক মানুষই চায় সুখ, আর এই চাহিদা থেকেই আসে শোক ও দুঃখ।

ক্রিয়াবানের লক্ষ্য রাখা উচিত দিব্যচেতনার দিকে। দিব্যভাবে ভাবিত মন সততাকে বজায় রাখলে দিব্যজ্ঞানের উদ্ভব হয়। নিজের বিশ্বাস বজায় রেখে কোন শর্ত, দরাদরি বা ভনিতার উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করতে হবে; অপরে কি করছে ভেবে নিজেকে বিচারক হওয়ার বা সমালোচনা করবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে। যে কারনে ক্রিয়া যোগের সন্ধান পেয়েছ, তার সাহায্যে আত্মচেতনাকে দিব্যভাবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।

এই সব কথা যিনি মানুষকে বলেন তিনি হলেন ‘গুরু’, যারা এই সব কথা শুনে প্রভাবিত হন তারা হচ্ছে শিষ্য। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রথম যে শর্ত থাকা উচিৎ তা হলো আনুগত্য। আমি অর্থাৎ অহংকারী চেতনা যা দিব্যজ্ঞানের থেকে শিষ্যকে দূরে রাখে, সে অনুগত হওয়া কি বুঝতে পারে না। আমিত্ব হচ্ছে আত্মার এক আবরণ – যা নিজের ও বিশ্বের সম্বন্ধে এক ভুল ধারণা তৈরী করে ও শুদ্ধ চৈতন্যকে ঢেকে রাখে।

শিষ্যত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ গুন হচ্ছে গুরুর প্রতি অনুগত থাকা। অনুগত জিনিসটা ঠিক কি এই ধারণাটাই অনেকের বোধে আসে না। অনেকে অনুগত হওয়া মানে সঙ্কীর্ণতা ভাবে। আনুগত্য সঠিক কি? এর উত্তর হচ্ছে বিক্ষিপ্ত মন, সারাদিনের বাহ্যিক কর্মের চেষ্টা ও কুঅভ্যাসকে ত্যাগ করে সঠিক লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

সঠিক শিষ্য হতে চাইলে বিক্ষিপ্ত ভাবনা ও নিজের খামখেয়ালি ইচ্ছাকে গুরুর কাছে সমর্পণ করতে হবে। ক্রিয়াদান করার সময় প্রতিজ্ঞা করানো হয় এইসব “আমি মেনে চলব”, কিন্তু অহংকার এই অনুশাসন সব সময় মেনে চলতে দেয় না। গুরুর নির্দেশ মত প্রত্যহ যদি এসব পদ্ধতি অভ্যাস করা হয় তবে ক্রিয়াবানের মানসদৃষ্টি স্বচ্ছ হতে শুরু করে। যে সমস্ত চিন্তাভাবনা বা কর্মে তার ভুল হতো, এখন সে সেই সমস্ত ঘটনায় আর যুক্ত হয় না; ভালো ও মন্দের তফাৎ সে সহজেই করতে পারে। গুরুদেব সব সময়েই শিষ্যকে নজর রাখেন। উপযুক্ত সময়ই তাঁকে নির্দেশ দেন নিজস্ব চিন্তাধারায় এগিয়ে চলতে।

রুপান্তরিত শিষ্য এই ভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত, মহৎ ও নম্র হয়। কাউকে সম্মান করতে শিখলে আসে শ্রদ্ধা, আর এই শ্রদ্ধা’ই আনে নম্রতা।

ক্রিয়াবান যখন গুরুকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে এবং মানুষকে তাঁর প্রতিকৃতি হিসাবে সম্মান জানাতে শিখবে, তখন থেকে ক্রিয়াবানের আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হতে আরম্ভ করে।

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

গুরুদেবের দেওয়া পদ্ধতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে অভ্যাস করতে হবে। প্রথম প্রথম হয়ত অনেকের সঠিক ভাবে হবেনা, তবে সংযমের সাথে অভ্যাসে ফল পাওয়া যায়। ক্রিয়াবানরা / ভক্তরা অনেকেই ভাবেন গুরুকরন করা মানেই সবই তিনি কৃপা করে করে দেবেন। শাস্ত্রবাক্য সুন্দর ভাবে এটা সাধককে বুঝিয়ে দিয়েছেন আধ্যাত্মশক্তি লাভ করতে গেলে একজন সাধক বা ভক্তের এক চতুর্থাংশ চেষ্টা থাকতে হবে গুরুর কৃপা হিসাবে আরও এক ভাগ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে গেলে ভগবানের আশীর্বাদ পেতে হবে। যোগীর প্রচেষ্টার ফল ও সমপরিমাণ গুরুকৃপার ফলে অর্ধেক পূর্ণতা আসে। ভগবান ও গুরুর মিলিত আশীর্বাদেই আসে পূর্ণতা।

ভগবানের মত গুরুশক্তিও সব স্থানে বিরাজমান। প্রতিটি ভক্ত, শিষ্য ও ক্রিয়াবানের মনের কথা তিনি জানেন। গুরুদেব বলতেন অনিচ্ছুক ক্রিয়াবানদের সঙ্গে আমি সঠিক ভাবে যুক্ত হতে পারি না, কিন্তু যারা আমাকে তাদের শাসন করার অধিকার দিয়েছে বা আমার পরামর্শ চায় আমি তাদের সঙ্গে আপনা থেকেই সবসময় যুক্ত হয়ে থাকি। গুরু শিষ্যের সঙ্গে সব সময় যুক্ত থাকার ফলে ভূত ভবিষ্যৎ তিনি জানতে পারেন

সেই মত শিষ্যকে পরিচালনা করেন। এই পরিচালনা হয় আত্মার শক্তির সাহায্যে, গুরু তাঁর শক্তির (আত্মার) ব্যবহার করেন শিষ্যের জন্য।

শিষ্য, সঞ্চারিত গুরু শক্তির আধার হতে চাইলে তাকে পবিত্র, জানার ইচ্ছা ও অধ্যবসায়ে থাকতেই হবে। যখন গুরু ও শিষ্য আশ্চর্য ভাবের অধিকারী ও আত্মজ্ঞানী হন, তখনই আধ্যাত্মিক ভাব চরমে প্রকাশ পায়। এরূপ মানুষই প্রকৃত গুরু ও শিষ্য হন।

গুরুশক্তি সবযায়গাতেই প্রকাশ পায়। তাঁর শিক্ষার বিষয়, নানারকম ভাবে সাহায্য ও তাঁর আশীর্বাদ শুধুমাত্র সাময়িক ভাবে কাজ করে তা নয়, শিষ্যের ইচ্ছায় চিরকাল তার অনুভূতিতে গুরু শক্তির প্রকাশ সে অনুভব করে। ক্রিয়াযোগ দীক্ষার সময় থেকে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এক ঐশ্বরিক ক্ষমতার আদান প্রদান হয়, এই আদান প্রদানের মধ্যে যেমন থাকে চিরন্তন ভালোবাসা ও আনুগত্য, তেমনি থাকে শর্ত, যে শর্ত অভ্যাসের ফলে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে স্থাপিত হয় এক চেতনাশক্তির সম্বন্ধ। ॐ

(Translation)

Guru-Disciple Talk – Gurudeva Dr. Sudhin Ray

The Kriyabans have to strengthen the belief that for some reason we are born as per the will of the Creator. Many Kriyabans say that though they are practising Kriya daily, yet they are not feeling motivated or inspired. Actually, the fact is, Kriya is not a tool for personal fulfilment or liberation. This method is an effort to "bring the divine power, light and consciousness into you, and to elevate yourself to a superhuman state". – **(Sri Aurobindo)**

Among the core principles of yoga, the most important are **faith, deep yearning, complete submission, and non-possessiveness**. The state of the physical beings of the world is ready for evolution, but the being wants to remain within his limits. He forgets the reason of his birth due to the influence of Maya. He wants to be a slave to arrogance and powers. Every human seeks happiness in life, and this very desire attracts grief and sorrows.

Kriyabans should aim towards divine consciousness. If a divinity-intoxicated mind maintains its perpetuity, the divine knowledge will manifest. One must try to rise above conditioning, bargaining and vanity, while maintaining one's faith; the tendency to evaluate the work of others as a judge or critic must be abandoned. The reason why you have received kriya should be remembered, and with the help of kriya, you should try to elevate your consciousness towards the divine consciousness.

The person who says these things to the people is the **"Guru"**, and the people who are influenced by hearing these words, are the disciples. The Guru is strongly connected with the disciple. **One of the first conditions in a guru-disciple relationship is obedience.** The **"I"** is the ego consciousness that keeps the disciple away from the divine knowledge. In this state, it's not possible for the disciple to understand what it means to be obedient. Egoism is the covering of the soul that creates a misconception about oneself and the world and veils the pure consciousness.

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

One of the important qualities of a disciple is being obedient to the Guru. The concept of obedience does not make sense to many. For many, being obedient means constriction. What exactly is obedience? This means stripping the restless mind of its day-long external activities, abstaining from bad habits, and finally becoming rooted to the right goals.

To be a true disciple, you have to surrender your restless mind and eccentric desires to the Guru. At the time of the kriya initiation, the disciple pledges, “I will obey these laws with all my heart”, but one's ego does not always comply with this discipline. If these methods (kriya) are practiced every day as instructed by the Guru, the outlook of the kriyaban begins to become pure. Now he is no longer attached to the thoughts and actions that led him to make a mistake; he can easily distinguish between good and evil. The Guru always keeps his watchful eyes on his disciple. At the appropriate time, he instructs his disciple to proceed as per his own thoughts.

In this way, the transformed disciple is filled with reverence, strength and humility. Learning to respect someone, brings reverence, and this reverence leads to humility.

When a kriyaban learns to respect the Guru as a representative of God, and man as an image of God, it’s then that the spiritual prosperity of the kriyaban begins to flourish.

The method given by Gurudeva should be practiced with reverence and faith. At first many people may not be able to do kriya properly but practicing with moderation gives results. Many kriyabans / devotees think that just merely taking initiation or following the Guru makes them entitled to Guru's grace, and the Guru will do everything for them on their behalf. Our ancient scriptures have explained this to the seeker very beautifully by clearing this misconception. To attain spiritual strength, a seeker or devotee needs to make a quarter of an effort, while another one more portion can be received as a grace of the Guru, but for the complete fulfilment of one's spiritual goal, God's blessing is necessary. As a result of a yogi or sadhak's efforts, and with an equal share of Guru's grace, only 50% or half perfection can be attained. To attain complete perfection in one's journey towards the attainment of the divine goal, it needs to be a combination of blessings of both the Guru and God.

Similar to God, the power of Guru is omnipresent. He is omniscient and knows what every devotee, disciple and kriyaban thinks. Gurudeva used to say, "I'm not able to mentally associate well with reluctant kriyabans, but those who have given me the right to govern them or aspire for my advice, I always remain associated with them.". Being always connected with the disciple, the Guru can see everything including the past and future of the disciple, and hence guides him/her accordingly. This guidance is possible with the help of spiritual powers; the Guru uses the spiritual powers of his soul for the welfare of the disciple.

If the disciple wants to be a receiver of the power transmitted by the guru, then he must remain pure, inquisitive and diligent. When the Guru and the disciple become enlightened, their spiritual knowledge becomes fully illuminated. Such people become real gurus and disciples.

The power of the Guru is all pervading. It is not that the teachings imparted by the Guru are only helpful in different circumstances, or the effect of his blessings is transient, the disciples can experience the presence of the power of Guru, forever, by his will.

At the time of kriya initiation, a divine power is exchanged between the master and the disciple. In between this exchange, there is eternal love and obedience along with a condition, and that condition is agreeing to the continuous practice of kriya, which establishes a strong bond of consciousness between the master and the disciple. ॐ

RYKYM Guru Lineage

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

श्री तैलंग स्वामी

- Papia Chatterjee

भारत महान साधकों का देश है। इसी पुण्यभूमि में अनेक प्रसिद्ध योगिओं, महात्माओं एवं साधकों ने जन्म लिया है। इनमें से अधिकांश साधकों की कर्मभूमि भारत का प्राचीनतम शहर वाराणसी अथवा बनारस रहा है। बनारस शहर के जिन गलियों एवं घाटों में आज भी 'शिव शंभो शंकर हर' की ध्वनि कानों में गूंजती है, उसी शहर की घाटों में अठारवीं सदी में एक महान साधक एवं क्रिया योगी का विवरण मिलता है, जिन्हें भगवन शिव का अवतार माना जाता था, एवं जिनको बनारस के स्त्री पुरुष 'सचल विश्वनाथ' के रूप में पूजते थे। उस महान साधक का नाम था **श्री तैलंग स्वामी**।

पन्द्रवीं शताब्दी के अंतिम चरण में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के भिजियाना ग्रामांचल में होलिया नमक बस्ती में, धर्मनिष्ठ भूस्वामी नरसिंह राव, वहां कई पीडियों से वास कर रहे थे। अपनी पतिव्रता पत्नी विद्यावती के साथ वे देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा तथा धर्माचरण में निरत रहते थे। परन्तु बहुत दिनों के पश्चात भी इस दंपत्ति के कोई संतान न हुआ। इस दंपत्ति के गृह देवालय में एक वृहत शिवलिंग प्रतिष्ठित था। धर्मपरायणा विद्यावती प्रतिदिन उस शिवलिंग के समीप बैठती एवं एकनिष्ठता के साथ पूजा करती थी। अंत में एक दिन भगवन की उनपे कृपा हुई एवं उन्होंने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। क्यूंकि भगवान शिव की कृपा से बालक का जन्म हुआ था इसीलिए उसका नाम रखा गया **शिवराम**। यह शिवराम ही बाद में चलकर भारत के आध्यात्म गगन में **महायोगी तैलंग स्वामी** के रूप में आविर्भूत हुए। शिशु शिवराम को एक दिन शिवलिंग के पास रखकर विद्यावती शिव आराधना में ध्यानमग्न थी। जैसे ही उनकी पूजा समाप्त हुई, उन्होंने एक अलौकिक दृश्य देखा। शिवलिंग से एक प्रकाश पुंज निकलकर मंदिर के गर्भगृह को आलोकित करता हुआ, बालक शिवराम के अंदर आकर विलीन हो गया।

जैसे-जैसे बालक बड़ा हुआ, उसमें एक अद्भुत बात देखी जाने लगी। जब अन्य बालकगण खेलने में डूबे रहते थे तब शिवराम उससे विमुख रहता था। युवावस्था तक आते शिवराम वैरागी जैसे रहने लगे। शिवराम के सहज वैराग्य को उनकी माता विद्यावती समझ गयीं एवं अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ भी साधना अर्जन की थी, उसे वे अपने पुत्र को अध्यात्म पथ पर अग्रसर करने के लिए खरचने लगीं। विद्यावती अपने पुत्र के आद्यात्मिक स्वभाव से अब भली भांति परिचित हो गयीं थी, अतः एक दिन उन्होंने शिवराम के पिता से कहा की शिवराम संसारी नहीं बनना चाहता है। वह अविवाहित रहकर साधना करेगा एवं भक्ति मार्ग पे अग्रसर होगा। इस घटना के बाद से शिवराम के पिता ने उनके विवाह के बारे में चिंतित रहना छोड़ दिया।

जब तक विद्यावती जीवित थीं, शिवराम घर में रहे परन्तु अपनी माता के देहावसान के पश्चात वो गृह त्याग कर के श्मशान में कुटिया बाँध के आध्यात्म जीवन में निमग्न रहने लगे। पूरे बीस वर्षों की लम्बी अवधि में वह एक ही स्थान पे रहकर साधना में लीन रहे। एक दिन किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से उस श्मशान क्षेत्र में स्वामी भगीरथानन्द सरस्वती पधारें एवं यही साधक शिवराम के पथ प्रदर्शक एवं आध्यात्मिक गुरु बनें। अपने गुरु के साथ उन्होंने सदा के लिए अपने गाँव का परित्याग कर दिया, एवं जगह-जगह घूमने लगे। ऐसे हे घूमते हुए दोनों शिष्य गुरु, पुष्कर तीर्थ पहुंचे, जहाँ लगभग अठहत्तर वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गुरु से सन्यास धर्म की दीक्षा ली। उनके गुरु ने उनको क्रिया योग के रहस्यों से अवगत कराया एवं दीक्षा के पश्चात उनका नया नाम रखा - **गणपति सरस्वती**|

कहा जाता है की श्री तैलंग स्वामी करीब पौने तीन सौ वर्ष तक जीवित रहे जिसमें से वो वाराणसी में करीब १५० वर्ष तक रहें। तेलुगु भाषी सन्यासी होने के कारण काशी वासियों के मध्य वे **श्री तैलंग स्वामी** के नाम से प्रख्यात हुए| स्वामीजी के योग बल की शक्तियों के चमत्कारों के बहुत सारे प्रमाण इतिहास में लिपिबद्ध है|

योगीवर तैलंग स्वामी प्रायः अपनी मर्ज़ी के अनुसार यत्र-तत्र नग्न अवस्था में घूमते रहते थे| अंग्रेज़ अफसरों को उनका इस प्रकार सार्वजनिक घूमना कतई पसंद नहीं था| एक बार काशी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने उनके इस आचरण के विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया| स्वामीजी के एक भक्त ने उनके लिए एक वकील की व्यवस्था की जिसने मजिस्ट्रेट को

महान साधक इस बात को जानतें हैं कि यह जीवन मात्र एक लौकिक स्वप्न है जो कि महामाया अथवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की केवल योजना मात्र है, इसीलिए ऐसे साधक अपने पंचभूत शरीर के सांसारिक परिचय के अधीन होकर नहीं रहते हैं|

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

यह बोलके समझाने का प्रयास किया की उनके मुवक्किल एक प्रख्यात सन्यासी है जो समस्त सांसारिक लोभ-मोह से परे है. इनकी दृष्टि में चन्दन एवं मल एक समान है एवं शरीर को वस्त्र से ढाकने की आवश्यकता को बिलकुल भी नहीं समझते हैं| मजिस्ट्रेट ने कहा की यदि इस व्यक्ति को सच में सब वस्तुओं में समज्ञान है तब इसको मेरा भोजन ग्रहण करना होगा | निषिद्ध मांसयुक्त भोजन एक सन्यासी किस प्रकार करता है, इस बात को वह स्वयं परखना चाहता था | तैलंग स्वामी से पूछा गया की उनको अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट के भोजन को खाने में कोई आपत्ति तो नहीं है| स्वामीजी जो अबतक मौन थे, अपने शांत कंठ में बोले " साहब मैं तुम्हारा खाना खा सकता हूँ परन्तु उससे पहले तुम्हे मेरा भोजन करना होगा |" मजिस्ट्रेट तुरंत तैयार हो गया क्यूंकि उसको लगा की एक सन्यासी के कंद-फल-मूल वाले भोजन को करने में कैसी परेशानी! किन्तु सन्यासी को तो निषिद्ध मांसयुक्त भोजन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है | यह सोचकर मजिस्ट्रेट मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था |

जनसमूह से भरे अदालत में तभी सबने एक विस्मयकारी कांड देखा | स्वामीजी ने सबके सामने अपने हाथ पे अपना मल त्याग कर के मजिस्ट्रेट की तरफ बढ़ाते हुए बोला, "साहब मेरा आज का भोजन यही है |" महायोगी जो चन्दन एवं मल में समज्ञान रखने वाले साधक थे, इस विचित्र घृणित भोजन को निर्विकार होकर निगल गये | अदालत के उस कमरे में सर्वत्र एक अद्भुत सुगंद फ़ैल गयी | मजिस्ट्रेट को यह समझते देर न लगी की इस सन्यासी की तप शक्ति अलौकिक है एवं इसके क्रिया कलाप साधारण मनुष्यों की श्रेणी में कदापि नहीं आते हैं | इस बात का भान होते ही कि तैलंग स्वामी कोई साधारण सन्यासी नहीं है, उन्होंने आदेश दिया की अब से स्वामीजी नग्नावस्था में जहाँ चाहे विचरण कर सकते हैं, उन्हें कभी भी किसी प्रकार की बाधा नहीं दी जाएगी |

श्री तैलंग स्वामी का जीवन इसी प्रकार के अनेकों आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाओं से परिपूर्ण है | तैलंग स्वामी ३०० वर्षों की लम्बी आयु तक इस संसार में रहे एवं अपने जीवनकाल में उन्होंने अनेकों चमत्कारिक घटनाओं को जन्म दिया | परमहंस योगानंद द्वारा रचित प्रसिद्द पुस्तक 'योगी कथामृत' (An Autobiography of a Yogi) में श्री तैलंग स्वामी के जीवन से जुडी अनेक चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है |

एक बार जब रामकृष्ण परमहंस बनारस यात्रा पे गए तब तैलंग स्वामी से उनका साक्षात्कार हुआ. वो देखते ही समझ गए कि तैलंग स्वामी एक विलक्षण साधक है एवं साक्षात् शिव हैं | उनके मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई की वे तैलंग स्वामी को खीर खिलाएं | मथुर बाबू से कहलवाकर उन्होंने आधा मन खीर बनवाया एवं स्वयं अपने हाथों से स्वामीजी को खिलाकर परम संतोष प्राप्त किया |

श्री रामकृष्ण वचनामृत (Gospel of Ramakrishna) में ऐस उल्लेख मिलता है की जब श्री रामकृष्ण परमहंस पहली बार वाराणसी में श्री तैलंग स्वामी से मिले तब उनके समक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर विश्वनाथ के दर्शन करने की आकांक्षा जताई | पर चूँकि समय का अभाव था तो रामकृष्ण परमहंस तैलंग स्वामी को बोले की लगता है समय अभाव में विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने न जा पाउँगा। यह बोलते हुए जैसे हे भगवान रामकृष्ण पीछे मुड़े, वे क्या देखते हैं कि साक्षात् विश्वनाथ उनके समक्ष खड़े उनको दर्शन दे रहे हैं | यह देखकर रामकृष्ण परमहंस, तैलंग स्वामी के लिए बोले थे कि साक्षात् विश्वनाथ ने उनके शरीर के रूप में अपने को प्रकट कर उनको दर्शन दिया |

इस दुर्लभ उच्च श्रेणी के साधक ने २६ (26) दिसंबर १८८७ (1887), पौष मास के शुक्ल एकादशी के पुण्य क्षण में, करीब पौने ३०० वर्ष के आयु में देह त्याग किया | काठ के संदूक में उनके पंचभूत के शरीर को रख के, बनारस के गंगा में जलसमाधि दे दिया गया | इस प्रकार शिवधाम काशी में शिव तुल्य महायोगी करीब १५० वर्षों तक अपने लीला का अभिनय कर, अन्त में समस्त काशी को अकेला कर के सदा के लिए पंचभूत में विलीन हो गए | ॐ

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

क्रिया में अनुशीलनता का महत्व

– Sudeep Chakravarty

तुलसीदास जी का कथन है - "बड़े भाग मानुष तन पावा" अर्थात बहुत अच्छे कर्म के परिणाम स्वरूप ही जीव मनुष्य जन्म का भागी होता है। जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वो ऐसे परिवार या वातावरण को चुनती है जिससे उसका प्रारब्ध जुड़ा होता है| गुरुदेव ने सत्संग के दौरान बातो बातो में कहा था कि जीव के प्रारब्ध का कुछ भाग उसके माता-पिता से जुड़ा होता है, तो यह निश्चित ही जाने अगर आपने इस जन्म में क्रिया प्राप्त किया है तो आपका अवश्य ही पूर्वजन्म के संस्कार इसके लिए उत्तरदायी रहे होंगे|

जैसा की पहली पंक्ति में कहा गया है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, उसी प्रकार क्रिया दीक्षा मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है। हमे लगता है कई बार कि हमारे चाहने मात्र से ही हमे क्रिया प्राप्त हो गई है, परन्तु यह पूर्णता सत्य नहीं है। दीक्षा मिलने में, प्रारब्ध और गुरुइच्छा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। यह बहुत ही रस्यमय तरीके से अपना काम करता है। क्रिया के विषय में पढ़ना, उसको फिर जानने की इच्छा होना और फिर दीक्षा के लिए सद्गुरु की प्राप्ति, सब आपके प्रारब्ध का ही खेल है|

इसे तो हम सभी ने स्वयं अनुभव किया होगा कि दीक्षा के कुछ दिनों बाद तक हम बहुत उत्साह के साथ क्रिया करते है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, दर्शन अदि न होने के कारण या अपने अन्य संस्कारो से मोहित होकर, हम क्रिया की अवधि घटाकर इसका स्थान अन्य मनोरंजन की वस्तुओ को दे देते है|

हममे से तो कुछ साधक कालांतर में क्रिया का सम्पूर्ण त्याग कर देते है। क्रिया न करके, क्रिया से संबन्धित विषयो पर आलोचना करना, पढ़ना या प्रवचन सुनना, आद्यात्मिक मनोरंजन से बढ़कर और कुछ नहीं है| इससे कही ज्यादा लाभ स्वयं क्रिया करने से होता है। और जब हमने दीक्षा के समय गुरुदेव को क्रिया करने का वचन दिया है तो क्रिया ना करना मिथ्या वचन के सामान है।

एक सत्संग के दौरान गुरुदेव ने कहा था कि अगर लोहे में चुंबकीय शक्ति पैदा करना हो तो उसे १४१८ डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करने की आवश्यकता होगी और ये प्रक्रिया अगर बीच में रोक दी जाय तो वो पूर्ण चुम्बक नहीं बन सकता और कालांतर में उसकी सारी चुंबकीय शक्ति क्षीण होतो जाएगी। इसी प्रकार जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ क्रिया करते है तो हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है और गुरुशक्ति की महिमा का हमे ठीक-ठीक पता चलता है। क्रिया में अनियमितता होने पर या क्रिया को पूर्णता बंद करने से हम पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जायेंगे जिससे हमे कोई लाभ नहीं होगा। अपितु आप देखेंगे कि क्रिया न करने के फलस्वरूप आप और भी अशांत और असयंमी हो गए है।

जीवन में उतर चढ़ाव तो आते ही रहेंगे परन्तु इसका ये मतलब नहीं है कि हम मानसिक अशांति की उलाहना देकर क्रिया का त्याग कर दे। हमे क्रिया और गुरुशक्ति को ठीक ठीक समझना होगा| विपत्ति की घडी में ये कैसे साधक की रक्षा करते है ये केवल वही क्रियावान जानते है जिन्होंने साधना में ढीलापन नहीं आने दिया है। इसीलिए चलिए आइये और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ क्रिया करें और बाकि सारी चिंताए गुरुदेव के चरणों में डाल दे| ॐ

(Translation)

Importance of regular practice of Kriya

Tulsidas ji has said - "Bade Bhag Manusha Tan Pava" means that getting a human body is a matter of great fortune. When a soul bears a body, it chooses a family or environment to which its Prarabdha (portion of the past Karma, which is responsible for the present birth) is associated. During a Satsang, while explaining an incident, Gurudeva had said that some portion of a child’s Prarabdha is connected to his parents. You must then understand that if you have received Kriya initiation in this birth, then your Prarabdha karma must have played an important role in this process.

As it has been said in the first sentence that human birth is very rare, in the same way it is a great privilege to get Kriya initiation. We feel that we

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

have received Kriya only because we had desired, which is not completely true. Without our Prarabdha Karma and the master's grace, getting Kriya initiation is impossible. It is because of our Prarabdha Karma we develop interest in subject of Kriya and read various books, wish to gain more knowledge about it, and finally come to Sadhguru for initiation.

We all must have felt that till a few days after initiation, we perform Kriya with great enthusiasm. Then, as time passes, due to lack of vision (in Yoni Mudra) or being fascinated by our innate tendencies, we shorten the duration of the Kriya and replace it with other recreational activities.

Some of us, over a period of time, skip doing the Kriya altogether. Some of us spend more time in reading, listening, and watching Kriya videos, without practicing the actual Kriya as shown by Gurudeva. All other activities without practising Kriya, are nothing more than intellectual entertainment that do not offer any great results. And when we have pledged to do Kriya to Gurudeva at the time of initiation, then not doing it, is like breaking the promise.

During one of the Satsang, Gurudeva said that if the iron was to be converted to a permanent magnet, it would require to be heated to 1418 degrees Fahrenheit, and if the process is halted midway, the iron will not become a permanent magnet. As the time will go by, all its magnetic power will dissipate that was gained during the conversion process. Similarly, when we do Kriya with full devotion, then energy is generated within our body and we get to know the glory of Guru Shakti accurately. If there is an irregularity in the Kriya or it is stopped, we will return to our old state, which will not benefit us. You will notice that as a result of not doing Kriya, you have become more restless and impatient.

Understanding Kriya and Guru Shakti correctly, and realizing how they protect the seeker in times of calamity, is possible for only those Kriyabans who have not abandoned the practice. Therefore, let us do our kriya practice with full devotion and faith, and put all our worries onto the feet of Gurudeva.

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

“মাতৃশক্তি ও ঈশ্বর”

– দীপাঞ্জন দে

ভাবাবস্থায় বসে আছেন ভাবের ঠাকুর। বলে উঠলেন “সিদ্ধ তো তুমি আছই!” সামনে বসা ভদ্রলোক প্রায় তাঁর থেকে ১৬/১৭ বছরের বড়। তিনি বিস্মিত! “মহাশয়, কেমন করে?”

মুখোমুখি বসে আছেন দুই যুগপুরুষ, দুই ঈশ্বর। দুই সার্থকনামা বঙ্গসন্তান। একজন ভক্তি ও ভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন সমাজকে, সেই প্লাবনে শত শত অন্ধকার মনের গ্লানি দূর হয়ে ফুটে উঠবে নির্মলতা, শুদ্ধতা; আর আরেক ঈশ্বর তাঁর সমস্ত পৌরুষ, সমস্ত করুণা ও মনুষ্যত্ব দ্বারা দূর করবেন সমাজের আবর্জনা, ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন শত শত বছরের তমসাবৃত, কলুষিত চিন্তাধারাকে এবং শিক্ষা দেবেন তাঁর জীবন ও ভাবনা দ্বারা –‘তোমরা মানুষ হও’। ওই দিকে আশীর্বাদ ও অভয়বাণী, “তোমাদের চৈতন্য হোক”।

প্রথমে মানুষ হও, তারপর চৈতন্য লাভ কর।

রামকৃষ্ণদেব বললেন- “আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!”

সত্যই তো এ সাধনা। মা কে ডাকতে হবে। তাঁর সাধন অনেক রকম, সে তন্ত্র মন্ত্র সব অনেক ব্যাপার। কত ভাব- সাখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, বীরভাব, সন্তানভাব। কিন্তু সমাজের কুসংস্কার সেই মাতৃরূপাকেই এককালে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দিয়েছে, তিলে তিলে দগ্ধ করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার নিয়মবেষ্টনীতে। এই সমাজের কি মাতৃপূজা সাজে? মা কি সে পূজা গ্রহণ করেন?

মায়ের পূজা করতে হলে বলি চাই- স্বামীজি বললেন একদিন গুরুভ্রাতাদের; বেলুড়ে প্রথম সেবার দুর্গাপুজো- এই তো যথার্থ বীরের ভাব! যার পূজা মা নেবেন, তাকে তো বলি দিতেই হবে। ত্যাগ করতে হবে তার সমস্ত কিছুকে। তাই তিনি ক্ষীরভবানীতে মায়ের দর্শন পেয়ে লিখলেন-

“Who dares misery love,

And hug the form of Death,

Dance in Destruction's dance,

To him the Mother comes.”

অর্থাৎ ‘সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।’

সেই সাধনের ফলেই আজ রামকৃষ্ণদেব এসেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। তিনি ছোটবেলা থেকে শুনেছেন তাঁর দয়া, করুণা ও পুরুষকারের কথা। বালকের মত আবদার করেছেন মাষ্টার মহাশয়ের কাছে, ‘হ্যাঁগা, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে?’ এসেই বললেন তাঁকে “আজ সাগরে এসে মিললাম। এতিদন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।”

পুরাকালে সর্বজনের কল্যাণার্থে মহর্ষি দধীচি ত্যাগের যে অদৃষ্টপূর্ব পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেছিলেন, আধুনিক কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁর সেই আত্মত্যাগের উত্তরসূরি বললে অত্যুক্তি হয়না। তৎকালীন সমাজের পর্বতসম বাধা তাঁর অসম্ভব পৌরুষ দ্বারা অতিক্রম করে যে আদর্শ সমাজ তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তারপরেও তাঁকে প্রচুর অপবাদ, লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি শারীরিক ভাবেও হেনস্থা হতে হয়েছিল। তাঁর এই মহৎ কাজে তিনি কাউকে সঙ্গীরূপে পাননি। পরবর্তীকালে পরিবার ও নিজের আত্মীয়দেরও পাশে পাননি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, ‘বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন’; তাঁর নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে কবি বলেছেন ‘এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।’ নিজের সমস্তটুকু দান করে নিঃস্ব হয়ে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বিদ্যাসাগর শেষজীবনে সম্পূর্ণ একলাই দিন কাটিয়েছেন।

এই মহামানব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যোগবাশিষ্ঠ থেকে উদ্ধৃত করেছেন-

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

‘তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সেই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে’।

বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর অবদান এবং সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি দেখে অনেকেই তাঁকে রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক কালে নারীজাতির উত্থানের প্রথম রাস্তা রামমোহনের হাত ধরেই হয়েছিল। তিনি সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রচলন করলেন। মায়ের জন্য, মায়ের ডাকে এককালে যিনি বুকভরা সাহস নিয়ে দামোদরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তিনি ঝাঁপ দিলেন সমাজের সেই নিয়মজাল ও কুসংস্কারের কন্টকময় বনে; সহস্র মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে।

তৎকালীন খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রভাবে ও হিন্দুধর্মের নিয়মবেষ্টনী থেকে মুক্ত অন্য উদার মতে আকৃষ্ট হয়ে সমাজে তখন চতুর্দিকে ধর্মান্তর হয়ে চলেছে। বিদ্যাসাগর দেখলেন অন্য সমস্ত ধর্মেই নারীদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা পুরুষদের থেকে কোন অংশে কম নয়। তিনি দেখলেন হিন্দুসমাজে নারীদের চরম দুরাবস্থা; তাদের ওপর অসংখ্য নিয়ম ও নিত্য অত্যাচার। তাদের অধিকাংশই বাল্যকালে বিধবা হয়ে আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত রক্ষার্থে অসমর্থ হয়ে পড়ছেন। তাঁর বুক কেঁপে উঠল তাদের দুঃখে। তিনি বুঝলেন প্রচলিত শাস্ত্রের বিধান বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের চিন্তা করে সেদিন তিনি যে শুধু হিন্দু নারীদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচার থেকে, ব্যভিচার এবং ভ্রূণহত্যার পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন তাই নয়; হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রতি পুনর্দৃষ্টি দ্বারা তা যুগোপযোগী করে তুলবারও সূচনা করেছিলেন। বস্তুত তিনি এ কথাও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র মানবিকতা ও যুক্তির প্রাধান্য থাকলেও তাঁকে তথাকথিত শাস্ত্রের বিধান খণ্ডন করতে হলে শাস্ত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থনের জন্য বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতা থেকে যে শ্লোকটি মূল প্রমাণ রূপে ব্যাবহার করেছিলেন, তা হল– ‘নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।’ অর্থাৎ পতি নিরুদ্দিষ্ট বা মৃত হলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করলে, ক্লীব অথবা পতিত হলে, নারীদের এই পঞ্চপ্রকার আপৎকালে অন্য পতি গ্রহণ করা কর্তব্য। তিনি দেখালেন, পরাশর সংহিতা কলিযুগের জন্য সৃষ্ট সুতারং মনুসংহিতা অথবা পুরাণের সাথে বিরোধ হলে পরাশর সংহিতার মতকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এইভাবে বিধবা বিবাহকে তিনি যে শুধু শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করলেন তাই নয়, বরং যুগপ্রয়োজনে শাস্ত্রের প্রতি পুনর্দৃষ্টি প্রয়োজন, তাও দেখালেন। এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেয় একদা হিন্দুধর্মের মর্যাদা ও প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার্থে তৎকালীন প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্যের বিপ্লবকে।

দেশে নারীশিক্ষার প্রবর্তনে সেসময় বেথুন সাহেব অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নারীশিক্ষার জন্য দান করে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সাথে গোটা বাংলা জুড়ে একেরপর এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তাদের ভরণপোষণের দায়িত্বও নিলেন।

‘কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ’ মনুসংহিতার এই উক্তি দ্বারা বিদ্যাসাগর স্মরণ করিয়ে দিলেন সমাজকে, কন্যাকে পালন ও শিক্ষাদান করা কর্তব্য। নারী কেবল মাত্র রমণী বা গৃহিণী নন, প্রকৃতই দেবীতুল্যা ও জননীরূপে পূজনীয়া, আধুনিককালে এই চিন্তার সূচনা তাই বিদ্যাসাগরের থেকেই শুরু। তিনি বুঝেছিলেন একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই নারী তার যথাযথ সম্মান ও সমাজে যোগ্য স্থান পাবেন। তাঁর সেই চিন্তার প্রভাব ক্রমশ ফলপ্রসূ হয়েছিল। এর কিছুকাল পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ভক্তিরসের প্লাবনে সমাজের সমস্ত কুসংস্কারকে ভাসিয়ে মাতৃজাতির উত্থান ও নবজাগরণের কাণ্ডারিরূপে অবতীর্ণ হলেন। কামারনীকে ভিক্ষেমা করা, নারীকে গুরুকরণ, নিজপত্নীকে দেবীরূপে পূজা, পরমেশ্বরের প্রকৃতিরূপকে ইষ্টভাবনা ও সমগ্র নারীজাতিকে দেবী ও মাতৃরূপে সাক্ষাৎ জগদম্বার প্রতিমূর্তি হিসেবে স্থান দেওয়া– সমস্তই এক বিরাট বিপ্লবের ধারা সৃষ্টি করেছিল। যেদিন তিনি তাঁর সমস্ত সাধনার ফল সারদাদেবীর চরণে সমর্পণ করেছিলেন, সেদিন নারীজাতির দিব্যচেতনার দ্বারোদঘাটন হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বামী

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা এই নবজাগরণের ধারাকে আরও বিস্তার করেছিলেন। উপনিষদের গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবিদুষীগন জীর্ণ পুঁথির পাতাতে আবদ্ধ না থেকে সমাজে মূর্তিমান হয়ে উঠলেন।

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, তাঁদের বিদ্যাশিক্ষার অধিকারদানের প্রচেষ্টা, এবং অবশ্যই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। তাঁর নিজপুত্র নারায়ণের সাথে বিধবা ভবসুন্দরীর বিবাহের প্রসঙ্গে ভাই শম্ভুচন্দ্রকে যে চিঠি তিনি লিখেছেন, তাতেই এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

"বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি..."

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেবার বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন– 'অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। এ-যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন -- তবে খপর নাই। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই!'

'বিদ্যাসাগরচরিতে' কবিগুরু লিখছেন, "পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য বীর্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব, এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে "

এই মহৎচরিত্রের ধরায় আবির্ভাবের ২০০তম জয়ন্তী বর্ষে তাঁর চরণে আমাদের প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

তথ্যসূত্রঃ

"চরিত্রপূজা", "বিদ্যাসাগরচরিত"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ)
"বাঙ্গালীজীবনে বিদ্যাসাগর"। সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার। (সাহিত্যশ্রী)
"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" । শ্রীম কথিত। (উদ্বোধন)
"বিদ্যাসাগর চরিত" । শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন
"বিদ্যাসাগর" । চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
"বিদ্যাসাগর"। নমিতা চক্রবর্তী। (জিজ্ঞাসা)
"বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি"। সন্তোষকুমার অধিকারী। (অনন্য প্রকাশন)
"করুনাসাগর বিদ্যাসাগর"। ইন্দ্রমিত্র। (আনন্দ পাবলিশার্স) ॐ

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Kabir Ke Dohe

– Saket Srivastava

जैसा भोजन खाइये , तैसा ही मन होय।

जैसा पानी पीजिये, तैसी वाणी होय।।

Jaisa bhojan khaiye, taisa hi man hoye |

Jaisa paani pijiye, taisi bani hoye ||

Regarding this doha (couplet) of Kabirdas one important thing to note is that he treats bhojan (ahaar) separate from paani (water). He specifies bhojan affecting one's mind whereas paani affecting one's baani (speech).

On observing minutely, it is found that whereas bhojan (ahaar) may be saatvik, tamasik or rajasik or any combination of them, paani (water) as such has no properties of its own being essentially neutral. Bhojan (ahaar) is not merely confined to intake of food (gross) but also intake of subtle matters like sight, smell, speech, sensation that have a lasting impact on the man consuming it.

However, man's mind generally being gross remains primarily aware of the consumption of gross thereby hardly remaining aware of the subtler being consumed though both are equally responsible for shaping his thoughts and affecting his mind.

Kabirdas points out that the type of ahaar consumed being sattvik, rajasik or tamasik affects the mind accordingly. However, Kabir's comparison of baani with paani is noteworthy.

On closely observing one may find that baani (speech) being the medium of expressing one's thoughts is under constant control of the mind the latter being generator of thoughts and like paani it too has no properties of its own except its flow under the dictates of the mind thus reaching its desired depth just like water seeking its own level through its unhindered flow.

Hence through this doha Kabirdas actually advises people to be very careful about bhojan and paani as the same shape their thoughts that affect their life and way of living. ॐ

© 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Guru Granth Sahib in light of Kriya

– Sudeep Chakravarty

पहिलै पिआरि लगा थण दुधि ॥दूजै माइ बाप की सुधि॥
तीजै भया भाभी बेब ॥चउथै पिआरि उपंनी खेड ॥
पंजवै खाण पीअण की धातु ॥छिवै कामु न पुछै जाति ॥
सतवै संजि कीआ घर वासु ॥अठवै क्रोधु होआ तन नासु ॥
नावै धउले उभे साह ॥दसवै दधा होआ सुआह ॥
गए सिगीत पुकारी धाह ॥उडिआ हंसु दसाए राह ॥
आइआ गइआ मुइआ नाउ॥पिछै पतलि सदिहु काव ॥
नानक मनमुखि अंधु पिआरु ॥बाझु गुरू डुबा संसारु ॥२॥

Pahilai piār lagā thaṇ dudh || Dūjai māe bāp kī sudh ||

Tījai bhayā bhābhī beb || Chauthai piār upannī khed ||

Punjvai khāṇ pīaṇ kī dhāt || Chhivai kām na puchhai jāt ||

Satvai sanj kīā ghar vās || Athvai krodh hoā tan nās ||

Nāvai dhaule ubhe sāh || Dasvai dadhā hoā suāh ||

Gae sigīt pukārī dhāh || Udiā hans dasāe rāh ||

Āiā gaiā muiā nāo || Pichhai patal sadihu kāv ||

Nānak manmukh andh piār || Bājh gurū dubā sansār. ||2|| (Gurbani-137)

Sri Guru Nanak Dev Ji says that the first stage for a Jeeva or a human is when he is born on earth, and the first form of attachment that he develops is with his mother's milk; the second stage is when the Jeeva develops an attachment for his parents.

In the third stage, he identifies his siblings; while in the fourth stage, he develops the tendency of spending time in futile games. In the fifth stage, as the Jeeva grows, there is arise for the desire to eat and drink; in the sixth stage, the Jeeva falls prey to various desires, and in the process of fulfilling them forgets the glory of his lineage.

As the Jeeva advances to the seventh stage, he accumulates wealth and lives in his house, thus getting trapped in a householder’s life. The eighth stage for a Jeeva is, when he starts becoming angry as he ages, and this anger starts to consume his body.

In the ninth stage, his hair turns grey, his breathing becomes heavy; and finally, in the tenth stage, once the prana leaves the body, he is cremated, and his body turns to ashes. His relatives bid final goodbye, crying and lamenting on his departure. The swan of the soul takes the flight and asks for the right direction. The Jeeva came and went, and now, with his body, even his name has died. After his death, food is offered on leaves,

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

and the birds (crows) are called out to come and eat. O Nanak, the deluded Jeeva loves the darkness, and without the Guru, the world is drowning in the sea of ignorance.

Explanation in light of Kriya: Guru Nanak Dev has explained the ten stages of Jeeva in this Gurubani. Once a soul incarnates on the earth or comes out of the mother's womb, it takes its first breath in the external environment. With the first breath, the mana (mind) identifies with the attachments. The new-born first identifies his mother because she is the only source of food (mother's milk) to him. As the senses grow stronger, he gradually identifies the world, and recognizes his parents, siblings, and likes-dislikes. As the Jeeva transits from childhood to adulthood, his five senses become fully developed, and depending on his age, different disruptive tendencies start taking shape in his mind. Once the mind is blinded by senses, it does not heed to the inner intellect. In Gita, Lord Krishna says that 'One should not abandon one's own religion (Swadharma)'.The same point is mentioned here by Guru Nanak Dev (कामु न पुछै जाति), meaning, when lust overpowers mind, it does not care about own lineage/caste. Here, dharma is related to Jati or caste. Doing Kriya is the only Swadharma. A person who is initiated in Kriya but does not practise, is abandoning his Dharma, or digressing from Swadharma. Once a sadhak stops doing Kriya, other senses like greed and self-centredness start influencing his day-to-day decisions, and then he runs after money and material happiness. By doing Kriya Pranayama, our breath gets deeper, reducing the aging process. But one who does not practise Kriya ages rapidly, and as per his Prarabdha Karma becomes victim of ill health. A yogi who practises Kriya with full faith, always remains in Kutastha, and becomes free from the cycle of birth and all rituals. A Jeeva who dies without Atmgyan or self-realization will be directed to the next birth according to his Karma (हंसु दसाए राह), whereas a Yogi will be received by his Guru at the time of death, who will lead him to the Bramhaloka. The Yogi does not need the after-death rituals like shraadh for Mukti or salvation, as he has already freed himself through Kriya Sadhna. In the end, Nanak says that without Guru, crossing this bhavsagar is impossible as senses are ever ready to drown the ignorant again and again (डुबा संसारु). ॐ

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Kriya and The Bible

– Lenin Varghese

A true student of Kriya yoga should have the passion for *knowledge* and the patience for *understanding*. Because it is only through unbiased outlook that one can truly gain knowledge. With this spirit of understanding in our hearts I am presenting to you some of my interpretations of the Bible. Once again, I am emphasizing the fact that my arguments are not intended to create a controversy rather, I am merely providing my analysis of what I agreed from learned authors.

If one reads the bible, we have a picture of its protagonist Jesus, and most Kriya followers would able to deduce that Jesus was an occidental Yogi. The bible is a lucid form of writing, if read plainly, many of its parables would easily be understood by commoners and majority of Christians. This form of writing in way was crucial, so that the story could reach the masses. Incidentally, in my research I came to find out that by about 1600 AD King James Version (old) came into existence, this seems to be original form of Bible, which underwent changes about 12 times. Meaning a lot of things has been abandoned and new were added; one such example is provided below:

Matthew Ch 6: Verse 23: reads that *"the light of the body is eye, if thine eye shall be single, thy whole body shall be full of light".*

The new version of Bible has avoided this phrase, as the teachers/priests were not able to comprehend, how a man's eye can become "single"? However, a student of Kriya yoga would be capable of relating this; even if in all the Yoga system they might mention the concept of a third eye, I believe an accurate description is only available in Kriya Yoga teachings.

Here, Jesus clearly mentions about the "kootastha", by activation of the third eye[1] with its central light, which is form of an "energy source" WILL illuminate the dormant power lines which is already prevailing in every human's cells and atoms.

In Gnostic Gospel of Mary Magdalene, the teacher (Jesus) remarks that -

1. "Attachment to matter[2]
2. Given rise to passion against nature

[1] The Third Eye Activation is done by a *Sadh Guru* (teacher) and through studious practice under the teacher's guidance.

[2] Refer Gospel of Mary Magdalene for the extract.

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

3. Thus trouble arise in the whole body
4. This is why I tell you
5. Be in harmony…..!
6. If you are out of balance,
7. take inspiration from manifestations
8. of your true nature
9. Those who have ears
10. Let them hear."
11. After saying this, the Blessed One
12. greeted them all saying
13. "Peace be with you – may my Peace
14. arise and be fulfilled within you
15. Be vigilant, an allow no one to mislead you
16. By saying:
17. 'Here it is!' or
18. 'There it is!'
19. For it is within you
20. that the Son of Man dwells.
21. Go to him
22. For those who seek him, find him
23. Walk forth
24. And announce the gospel of kingdom

Here again he emphasizes that the body and mind attached to passion and desire to material world has to be renounced and one must go deeper within oneself to find the "guru"/" divinity" and announce the Kingdom when you find.

Further, Matthew 7 ch: 13 verse *"Enter ye in a straight narrow gate; for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in there at straight is the gate, the narrow is the way, which leadeth to life and few there be that find it."*

Here the Master (Jesus) states that if you want to go to life, go through the narrow road and only few will find it. Outside world is stress-free, you can travel through this wide road at ease, as it has no obstruction. Mind is always externalized. So, it has plenty of distraction, and mind is fond of distractions; it is true that most people are easily distracted. Besides this even if a person constantly practices to be objective, he would yet be influenced by his fellowmen. Only a few persistent ones who has will of a fighter can focus his attention and select the narrow road to life i.e. the sushuma and reach the destination.

In the Mary Magdalene gospel referred above, it is stated "*those who have ears, let them hear…*" which means, a Master's advice will be followed by a very few, who are destined to do so. In john ch.6.65 the master speaks "*And he said, said into you, that no man can come unto me, except it were given to him of my Father*." The interpretation is that, to be initiated by a true master is not something that can be achieved by hard work, search or even luck, rather it is in the form of a blessing or of the almighty. So it is the duty of a *kriyaban* to appreciate this divine calling and stick to practice as its spirituality cannot be refuted.

In John 3 Ch 3 V. Master again says, "*Jesus answered and said to him, Verily, verily I say unto*

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

thee, except a man be born again, he cant see the kingdom of God, nicodemus saith unto him."
Interestingly, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into mother's womb and be born? This shows the importance of second birth. The First birth is given by our parents, by Father and the second birth to spirituality is being given by a "Sadh Guru" who is the spiritual father.

In brief all above mentioned quotes denotes that a true spirituality is not reading the "holy books" alone. To find the kingdom inside and find life and to go back to the source. That is to go deeper into oneself, this is the true fight between the external world which is of desires (Mind) and internal spirit. This can be achieved only through yoga and under the guidance of a realized master and that is Blessed are those who have ears, let them hear.
In Gnostic Gospel of Thomas Logion 22 states
When you make the two into one. When you make the inner like outer and the higher like low; When you make male and female into a single one, so that male is not male and the female is not female; When you have eyes in your eyes, a hand in your hand, a foot in your foot, an icon in your icon, you will enter into the kingdom.
The Logion 22 was said by Jesus when he saw a mother feeding her child, here he proclaims that, while doing so, the mother and child becomes one and there is no duality, only love, trust, affection are there, and he extends his example a little further, "….when the inner like outer…." what is available outside is available inside which is the famous saying "***Yatha Brahmande Tatha Pinde***" The phrase "….when you make, male and female into a single one……" emphasizes on the channels, the male and female, surya and Chandra nadi, ida and pingala into one.

The last part of the phrase "……A hand in your hand, a foot in your foot….." refers to the yogic posture or subtle body and even icon (image) in your in icon (image) in total concentration, "you" will be sitting inside the head of you as a small icon. So, all these shows that, Jesus was adept in yogic science and like every realized master, he imparted his knowledge and grace to selected disciples. When we study deeply, we can see that most of his teachings has significant elements of Kriya yoga, unfortunately all evidences of the same were destroyed or rewritten. At this point all we can do is guess work.

If we read the Bible unbiased, in several place we can see the *hidden treasure*!

© 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

"শ্রী শ্রী চণ্ডী"

– অমিতাভ দত্ত

শক্তির আরাধনা সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদ ও সামবেদে শক্তিবাদ ও দেবীর বিভিন্ন রূপের উল্লেখ পাই। ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদ রূপের সিদ্ধান্ত কেনোপনিষদেই রয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানও বস্তু-পদার্থ এবং শক্তির অভিন্নতার রূপ স্বীকার করে।

বৈদিক পরবর্তি সময়ের রামায়ণে বিষ্ণু-অবতার রাম'দ্বারা রাবণবধের উদ্দেশ্যে দেবী দুর্গার শারদকালীন পুজো অকালবোধন নামেই খ্যাত। মহাভারতেও ভগবান-কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-জয়ের উদ্দেশ্যে দেবী দুর্গার আরাধনার উপদেশ দেন।

সনাতন হিন্দু ধর্ম ছাড়াও, পরবর্তি সময়ে বৌদ্ধ-তন্ত্র-শাস্ত্রেও শক্তির রূপ তারা দেবীর উল্লেখ পাই। শক্তির আরেক রূপ সরস্বতীর উল্লেখ বৌদ্ধ এবং জৈন দুই স্থানেই দেখা যায়। শিখ ধর্ম গ্রন্থেও শক্তি দেবী চণ্ডীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়।

বেদান্ত হল দর্শন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র যা মায়া-ব্রহ্ম এর কথা বলে, কিন্তু তন্ত্র হল সাধন-শাস্ত্র যা মহামায়া-কালী এর কথা বলে; প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ও কালী অভেদ। সাধকের কথায় – ঠিক যেন আগুন আর তার উত্তাপ, জল ও তার তরলতা। সেই অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ-ব্রহ্মই মায়ার অবরণে ধর্ম তথা ধর্মীরূপে প্রতিভাসিত হয়। উপাসকের স্বয়ী গুণ-মাত্রা-সময়-স্থান ভেদে সেই শক্তিই পরমপুরুষ অথবা পরমাপ্রকৃতি রূপে সাধকের সম্মুখে দৃষ্ট হয়। কখনও সে কৃষ্ণ, কখনও বা কালী।

দেবী-ভাগবত অনুসারে:
সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভার্ত্যরূপা চ ভক্তনুগ্রহেতবে॥

অর্থাৎ সেই শক্তি অরূপা হলেও কৃপা করে রূপ ধরণ করেন। সবার মধ্যেই সেই শক্তিই কৃপাপূর্বক – ব্যষ্টীতে জীব-আত্মা রূপে এবং সমষ্টীতে পরমাত্মা রূপে সকল সৃষ্টিতে স্থিত; তথা তার অনুপস্থিতিতে সক্রিয়-জীব নিষ্ক্রিয়-শবে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জীব বা জড় কোনটাই নয়; তা হল চৈতন্য।

জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়ের ব্যষ্টিভূতরূপ হল মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহালক্ষ্মী। আর এই শক্তিত্রয়ের একীভূতা ব্রহ্মস্বরূপা রূপই হল সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া চণ্ডী।

Durga Puja Celebration at RYKYM

শাস্ত্রে বলছে:
মহাসরস্বতী চিতে মহালক্ষ্মী সদাত্মকে।
মহাকল্যানন্দরূপে তত্ব জ্ঞানসুসিদ্ধয়ে
অনুসন্দধ্মহে চণ্ডীবয়ং ত্বাং হৃদয়াম্বুজে॥
অর্থাৎ মহাসরস্বতী জ্ঞান-চিদ্রূপা, মহালক্ষ্মী সত্য-সদরূপা এবং মহাকালী আনন্দ-রূপা।
হে চণ্ডী, তত্ব জ্ঞান লাভের জন্য মা তোমাকে হৃদয়-পদ্মে ধ্যান করি॥

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

এই হৃদয়-পদ্ম স্থান গুরু বক্তৃগম্য এবং তা সঠিক চিনতে গুরুকৃপা প্রয়োজন।
গীতা যেমন মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বের অন্তর্গত এবং সাত-শত শ্লোক বিশিষ্ঠ, তেমনি চণ্ডীও মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ও সাত-শত শ্লোক বিশিষ্ঠ – তাই উভয়কেই সপ্তশতী বলা হয়। গীতা যেমন বৈষ্ণব সহ সবার; তেমনি চণ্ডীও শাক্ত সহ সকল সাধকেরই।

শক্তি-সাধনা তথা সমগ্র তন্ত্র-শাস্ত্রের সার হল মহামায়া-তত্ত্ব-স্বরূপা 'শ্রীশ্রী চণ্ডী'। চণ্ডী মার্কেণ্ডেয় পুরাণের 81 থেকে 93 অধ্যায়। দুর্গা-হোম নিমিত্ত সপ্তশত আহুতিপ্রদান উদ্দেশ্যে 700 মন্ত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই বর্তমান, তাই চণ্ডীকে দুর্গাসপ্তশতী বা দেবীমাহাত্মও বলা হয়। চণ্ডীপাঠ তার ষড়ঙ্গ অর্থাৎ কবচ'ত্রয়, যথা – দেবীকবচ, দেবীকীলক, অর্গলাস্তোত্র এবং রহস্য'ত্রয়, যথা – প্রধানিকরহস্য, বৈকৃতিকরহস্য তথা মূর্তিরহস্য পাঠসহ'ই বিধেয়। কথিত, অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠের ফলেই রাবণ নিজের বিনাশ নিশ্চিত করে।

চণ্ডিকা ধ্যান মন্ত্রে রয়েছে:
মধ্যে সুধাবধিমণিমন্ডপরত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম।
পীতামবরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং
দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরীজিহ্বাম॥

অর্থাৎ-মা, সুধাসমুদ্রেস্থিত মণি, সেই সিংহাসনে বসে দেবী তুমি শত্রু-জিভকে ধরে আছো। এতো প্রকৃতপক্ষে, সাধনার গূঢ়-তত্ত্ব, যা আবরনের অন্তরালে অবগুন্ঠিতা।

অর্গলা স্তোত্রে ভক্তের কাম্য:
রূপং দেহি, জয়ং দেহি,
যশো দেহি, দ্বিষৌ জহি।
সাধক মা শক্তির কাছে প্রার্থনা করছে - পরমাত্মাসার, বেদ-স্মৃতি-রাশি তথা তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ-জনিত ফল, আর কামনা করছে তার নিজ আত্মার মধ্যের শত্রুর বিনাশ।

আরও বলছে– **সুরাসুরশিরোরত্ন নিঘৃষ্টচরনামবুজে।** সুর ও অসুর, অর্থাৎভালো ও খারাপ – উভয়ের মস্তক অভ্যন্তরস্থিত রত্ন - মা তোমার পাদপদ্মেই থাকে। মা, গুণগুনের উর্ধ্বে – ত্রিগুনাতিত তুমি।

দেবী কবচ'এ রয়েছে –
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম।
বজ্রহস্তা চ মে রক্ষেৎপ্রাণান কল্যাণশোভনা॥

অর্থাৎদেবী আমার প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান এই পঞ্চ প্রাণবায়ু রক্ষা করুন। সাধকের সাধন-অস্ত্র এই দেহ-মন্দিরের রক্ষা, প্রাণ-বায়ুর রক্ষা ভক্তের একান্ত কাম্য।

প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীর বিভিন্ন শ্লোকে সাধনার গূঢ়-তত্ত্ব বিভিন্ন রূপকের আড়ালে বিদ্যমান; যার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন কেবল সদগুরুদ্বারা সাধকের উপনয়ন উন্মীলন সাপেক্ষই।

চণ্ডীর নিম্নোক্ত 1/55, 4/17, 11/10, 11/12, 11/24, 11/29, 11/39 - সপ্তশ্লোকের অর্থ-ভাবনা করলেও চণ্ডী-তত্ত্ব জানাযায়, তাই এদের একত্রে **সপ্তশ্লোকী চণ্ডী** বলা হয়।

মহামায়া হরেশ্চইতত্তয়া সংমোহযতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 1/55
অর্থাৎদেবী মহামায়াই ভগবান বিষ্ণু হরির যোগনিদ্রা, এই তমঃ প্রধানা শক্তি ভগবতীই জগতের সকল জীবের জ্ঞান-চেতনাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোহ, স্বস্থৈই স্মৃতা মতিমতীব সুভাং দদাসি।

দারিদ্রদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা,
সর্বোপকারকরণায় সদার্দচিত্তা॥ 4/17
সঙ্কটে স্মরণ করলেই মা তুমি ভয় নাশ কর, বিবেকবানদের তুমি অতিশয় সুবুদ্ধি দাও। দরিদ্র-দুঃখ-ভয় মা তুমি হরণ কর, সকলের কল্যাণের জন্য তুমিই করুণা-হৃদয়া॥

সর্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকেগৌরী নারায়ণী নমহস্ততে॥ 11/10
হে মা, সবার মঙ্গলের মঙ্গলরূপিণী, তুমি কল্যাণকরিণী শিবে, সর্বার্থ সাধিনী,
তুমিই শরণের স্থান, ত্রিভুবনজননী-ত্রিনয়না-গৌরী-নারায়ণী, মা তোমাকে প্রণাম।

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যাতির্হরে দেবী নারায়ণী নমহস্ততে॥ 11/12
হে দেবী, তুমি শরণাগত, দীন ও আর্ত জনের পরিত্রাণ ও মুক্তিদায়িনী,

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

সকলের আর্তি-দুঃখ তুমি হরণ কর, হে দেবী নারায়ণী তোমাকে প্রণাম।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী দুর্গে দেবী নমহস্ততে॥ 11/24
সর্ব-স্বরূপিনী সর্বেশ্বরী সর্ব-শক্তিময়ী, তুমি সকল ভয় থেকে রক্ষা কর, তোমাকে প্রণাম।

রোগানশেষানপহংসী তুষ্ঠা,
রুষ্ঠা তু কামান সকলানভীষ্ঠান।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাং, ত্বা
মাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তী॥ 11/29
তুমি তুষ্ঠ হলে সকল রোগ বিনাশ কর, আবার রুষ্ট হলে সকল অভিষ্ঠ বিনাশ কর, তোমার আশ্রিতের বিপদ হয় না, তোমার চরণ-আশ্রিত জীব - অন্যেরও আশ্রয়-স্থল।

সর্ববাধাপ্রসমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম॥ 11/39
অর্থাৎঅখিলেশ্বরী মা, ত্রিলোকের সব বাধা-বিঘ্ন প্রশমন কর, এভাবেই আমাদের শত্রু বিনাশ কর তুমি, মা।

চণ্ডীর অখ্যানের প্রারম্ভে রাজা সুরথ কিভাবে অষ্টম-মনু হয়েছিলেন, তারই উল্লেখ আছে। পশু-পক্ষী-মনুষ্য সহ সকল জীব মায়ার মোহে ভ্রমিত। সেই মহামায়াই সকল বন্ধন-মুক্তির কারণ। তার অবিদ্যারুপী অজ্ঞানতাই বন্ধন, আর সেই পরাবিদ্যার উপলব্ধিই হল মুক্তি-মোক্ষ। যা শুধু রাজা নয়, বৈশ্য সমাধি'রও পরম প্রাপ্তি।
সেই নিত্য, মহামায়া-শক্তিই লোক-হিত তথা জীবকল্যাণে যুগে-যুগে আবির্ভূতা হন। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবানই নিজ মায়াবলে নিজেকে দেবী ভগবতী রুপে সৃজন করেন।

চণ্ডীতে দেবীর আবির্ভাবের তিনটি আখ্যান-বিবরণ:

প্রথম উপাখ্যান মধু-কৈটব বধ: কল্পান্তরে, মহাপ্রলয়ের পরে, সৃষ্টির পূর্বে ভগবান বিষ্ণু ছিলেন অসীম-জলাধী-মাঝে যোগমায়ারপ্রভাবে যোগ-নিদ্রায়; অর্থাৎসত্ত্বগুণ ছিল নিদ্রিত। তখন রজগুনের প্রতিভূ ব্রহ্মাও ছিলেন নিষ্ক্রিয়। তাই প্রকৃতি ছিলো তমগুণের প্রভাবে। সেই সময় বিষ্ণুর কর্ণ-মল থেকে উৎপন্ন তমগুনের প্রতিভূ মধু-কৈটব অসুরদ্বয় বীজমন্ত্র দ্বারা দেবী-কৃপা লাভ করে ব্রহ্মাকে আক্রমণ করল। ব্রহ্মা নিদ্রাদেবী-মায়ার জপ করে বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগ্রত করলেন। কিন্তু, বিষ্ণু বহুকালব্যাপী যুদ্ধ করেও অসুরদ্বয়বধে অসমর্থ হলে মায়াদেবীকে স্মরণ করলেন। মায়াদেবীর প্রভাবে অসুরদ্বয় বিষ্ণুকে বর দিলে বিষ্ণু তাদের স্বহস্তে বধের ইশ্ছা প্রকট করলেন। অসুরদ্বয় তখন চারিধারে অসীম জলরাশি দেখে জলহীন স্থানে মৃত্যুর ঈছা প্রকট করল। মায়াদেবীর কৃপায়, ভগবান বিষ্ণু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জলশূন্যস্থান - নিজ ঊরুর উপরে রেখে চক্র দ্বারা অসুরদ্বয় বধ করেন। সাংখ্য-দর্শন মতে সৃষ্টির জন্য ত্রিগুনের সাম্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই, সৃষ্টির প্রয়োজনে, এই তিন গুণের সাম্য বস্থা আনার জন্যই ভগবান তার যোগনিদ্রা ত্যাগ করেন।
চণ্ডীর দ্বিতীয় উপাখ্যান মহিষাসুব বধ: দেবগণ সকলে সুদীর্ঘ যুদ্ধ করেও মহিষাসুর বধে অসমর্থ হন। যুদ্ধ কালে দেবগণ আলাদা ভাবে একাকী শক্তিতে যুদ্ধ করাতে অসুর বধে অক্ষম ছিলেন। তখন তারা নিজেদের দেহস্থিত শক্তি আর অস্ত্র সমূহ এক করে দেবী তিলোত্তমাকে তৈরি করলেন। সকল আত্মা সেই পরমাত্মারই অংশ এবং সকল আত্মার একীভূত পরমাত্মার উপলব্ধি ছাড়া অসুর-বধ অসম্ভব। সম্মিলিত দেবশক্তির একীভূতরুপ মহাদেবী জগদ্ধাত্রী দুর্গা অতঃপর বহুরুপী মহিষাসুর বধ করেন। ঋকবেদের 55 সুক্তে 'মহৎ দেবানাং অসুরত্ববং একং' -এই একীভূত শক্তির মহৎতত্বই বলা হয়েছে।
চণ্ডীর তৃতীয় উপাখ্যান শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ: অসুরশক্তির অত্যাচারে দেবগণ হিমালয়ে গিয়ে দেবীস্তব করেন। পার্বতীরূপিণী দেবী নিজেকে চিনতে না পারলেও তার দেহ-কোষ থেকে দেবী শিবা আবির্ভূতা হন। সকলজীবেই শিব বর্তমান; সেটা সে নিজেই জানে না। জীব তার পঞ্চ-কোষের আবরণ ভেদ করলেই অন্তরস্থ ব্রহ্ম'র অস্তিত্ব উপলব্ধিতে সক্ষম হয়। কোষ থেকে উৎপত্তি, তাই সেই অপরুপা দেবী হলেন অম্বিকা গৌরী 'কৌশিকী'। কিন্তু নিজ দেহ থেকে গৌরীর উৎপত্তির ফলে দেবী পার্বতী হয়ে গেলেন কৃষ্ণবর্ণা দেবী কালীকা। দেবী অম্বিকাকে শুম্ভ-নিশুম্ভ এর দুই সেনাপতি চণ্ড-মুন্ড আক্রমণ করলে ক্রোধে দেবী অম্বিকার ললাট থেকে দেবী কালী নির্গত হন। কালী রজ-তম গুণের চণ্ড-মুণ্ডের শিরশ্ছেদ করে অম্বিকাকে উপহার দিয়ে চণ্ডিকা উপাধি পান। দেবগণের শক্তিজাত সাত দেবীশক্তি ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী,

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী এবং অম্বিকার দেহ-নিসৃতা চণ্ডিকা-শক্তি শিবদূতী-একসাথে অষ্টমাতৃকা রূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। দেবী কালিকা রক্তবীজের রক্ত পান করাতে অম্বিকা রক্তবীজের বিনাশ করলেন। অতঃপর দেবী অম্বিকা, কালিকা আর অষ্টমাতৃকা দ্বারা নিশুম্ভ বধ হল। অসুররাজ শুম্ভ যুদ্ধে এসে দেবী অম্বিকাকে এতজন সহচরীর বিষয়ে বললে দেবী অম্বিকা সকলকেই নিজ দেহে একীভূত করলেন তথা দেবী কাত্যায়নীরূপে অসুররাজ শুম্ভকে বধ করলেন।

তিনটি উপাখ্যান থেকেই এটা বোঝাযায় যে মানব প্রকৃতি দুই প্রকার – দেব আর অসুর। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই এই দুই প্রকৃতির সংগ্রাম চলতে থাকে। অসুর প্রকৃতির সম্পুর্ন বিনাশ এবং দৈব প্রকৃতির পূর্ণবিকাশ নাহওয়া পর্যন্ত এ লড়াই মানব-অন্তর লড়তেই থাকে। আসুরিক প্রবৃত্তি দুই প্রকার – তামসিক অর্থাৎপশু-ভাব এবং রাজসিক অর্থৎরাক্ষস-ভাব। চণ্ডীর প্রথম উপাখ্যানে জল থেকে জীবের উৎপত্তি এবং ক্রম-বিকাশের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় উপাখ্যানে মহিষাসুরের পাশব-প্রকৃতির সাথে মানব দেব-প্রকৃতির আসুরিক যুদ্ধ। আর তৃতীয় উপাখ্যান মানুষের রাক্ষস-প্রকৃতির সাথে তারই নিজ দেব-প্রকৃতির যুদ্ধ। যে যুদ্ধ প্রকৃতিদেবী তার নিজস্ব-নিয়মে চালাতেই থাকে, যা মানুষকে ক্রমবিবর্তন আর উন্নতির পথে নিয়ে যায়। এই যুদ্ধে মানুষের করার কিছুই নেই। সে কেবল দ্রষ্টা-মাত্র হতে পারে। প্রকৃতি-দেবী চণ্ডী মানব অভ্যন্তরে এই যুদ্ধ নিজের সাথে নিজেই করতে থাকেন এবং আমাদের উন্নত করে মুক্তির দিকে নিয়ে যান।

এই জগতের নিয়ম আর মানবদেহের তত্ব-নিয়ম একই।–যা আছে এই ভাণ্ডে, তাই আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে। বিশালাকায় মহাজাগতিক মণ্ডলাকার বস্তু-সমূহ ও দেহের কোষ-অভ্যন্তরের অনু-পরমাণুর গঠন-আচরণ প্রায় একই ধরনের। তাই বিভিন্ন সাধন পদ্ধত্তিতে দেহ অভ্যন্তরে সূর্য-চন্দ্র-তারা-আকাশ ইত্যাদির ধারনা করা হয়।

বৈদিক নিষ্কাম-নিরাকার বৈরাগ্য সাধনার বিপরীতে চণ্ডীতে সকাম ও সাকার উপাসনার কথাও বলা হয়েছে। চণ্ডীতে 'মা' রূপে দেবীর আরাধনায় সুখ-জ্ঞান প্রাপ্তি অন্তে মুক্তিলাভের কথা বলা হয়েছে। চণ্ডীর পর ভগবতী-পুরাণ, দেবী-পুরাণ, কালিকা-পুরাণ প্রভৃতিতে শাক্ত-বাদের ব্যাখ্যা আছে।

প্রকৃত পক্ষে বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং চণ্ডীর মহামায়া এক হয়েও আলাদা। বেদান্তের মায়া জ্ঞানীর নিকট পরিত্যাজ্য। সাংখ্যমতে পুরুষ কারণও নয়, কার্যও নয়, পুরুষ হলো এক অপরিণামী অপরিবর্তনীয় সত্তা – চৈতন্যস্বরূপ আত্মা; যা সর্ব-দৃষ্ট এই অনাত্মা-প্রকৃতির পরিপূরক এবং এই দুইয়ের বিপরিতের সান্নিধ্যেই এই জগতের সৃষ্টি। সাংখ্যের প্রকৃতি হল অনাত্মা - জড়, তাই তার স্বরূপ জেনে তাকে পরিহার করা হয়। কিন্তু চণ্ডীর মহামায়া হল মহাশক্তি, যা চৈতন্যরূপে সর্বব্যাপী। এইআদ্যশক্তি ও ব্রহ্ম একই। এই মহাশক্তি অব্যক্ত অবস্থায় তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্ম, আবার ব্যক্ত অবস্থায় ত্রিগুনময়ী প্রকৃতি। এইশক্তিথেকেই স্বত্ব-তম-রজঃ এই ত্রিগুনের আধিষ্ঠাতা-পুরুষ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের বিকাশ।

সেই পরমা-শক্তি 'মা'র প্রকৃত-স্বরূপ কেবলমাত্র তার আশীর্বাদসাপেক্ষেই জানা সম্ভব।

-তথ্য সূত্র :

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও টিকা
বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইটস
সর্বোপরি বিভিন্ন সময়ে গুরুদেবের উপদেশ,শাস্ত্র-আলোচনা

ॐ

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

"পথের খোঁজে"

- প্রজ্ঞা রায়

লক্ষ্যই সম্বল, লক্ষ্যই পন্থা,
লক্ষ্য বিনা সদা সবে রবে হীনগন্ধা
তাঁর আদেশ মানিয়া চলিলে,
উপদেশে হাত বাড়িলে
মিলবে তবেই মনুষ্যত্বের বৃন্দা।
লক্ষ্য মুখে এগোতে হইলে
শর্ত চাই তিন;
শর্ত তিনেক মানিতে পারিলে
হারিবেনা কোনদিন।
ত্যাজিতে হবে ক্রোধ-হিংসা,
ত্যাজিতে হবে ভয়
কণ্ঠরোধিয়া অহমিকারে
ত্যাজ ত্যাজ নির্ভয়।
সততার পথে বহিলে
জয় হবে হবে নিশ্চয়।
জীবনের এক মহামন্ত্র-
সে, মানুষের কথা কয়
মানুষের পাশে দাঁড়াইলেই
হবে মনুষ্যত্বের জয়।
জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে
হাত ধরিয়া সবার,
মহান সে এক মন্ত্রবলে হোক-
মনুষ্যত্বের জয়জয়কার।
শাশ্বত এক প্রাণমন্ত্র
প্রচারিত হোক,
স্থির করিয়া লক্ষেরে
গড়ো সততার সড়ক।
মিথ্যাশ্রয়ী অন্ধধ্বজা, আর কদাপি নয়,
সততার পথে বহিলে
জয় হবে হবে নিশ্চয়।
ঝলকিত হোক নবীনতার
এক চিরাচরিত চমক
আদি-সৃষ্টির রীতি মেনে
পুনঃ নবজাগরণ হোক।
ঘোষিত হোক মানবিকতার,
মহানতার জয়,
সততার পথে বহিলে
জয় হবে হবে নিশ্চয়।। ॐ

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Durga, Kali and Jagaddhatri: Worship of the Divine Mother

– Dipanjan Dey

As the month of *Ashwin* arrives, the sky seems full with divine bliss and joy showering upon everyone heading for a start to festive seasons, the festival celebrating the descent of Divine Mother among us. Goddess Durga and Kali are being worshipped in the present form since a very long time in history, the start of which may be traced back approximately to the ages when Puranas and later, Tantra originated. However, worship of the primordial energy, the source of the origin of creation in its 'feminine' forms dates back much longer. For example, in Kena Upanishad, *'Uma Haimavati'* is found explaining about the Brahman (none other than herself) to Indra.

In Markandeya Purana, of which the Chandi(also called Durga Saptashati) is a part of, the principle of this cosmic energy and its worship in the form of Divine Mother is found more developed. It is however a point worth noticing that this development is done keeping the ideals of the Advaita philosophy i.e, the oneness of this cosmic power throughout the creation, intact. For example, in Chandi, we find the Mother's declaration; she being the sole power in this creation. We are not astonished to find the same non-dualistic philosophy in the Devi Sukta attributed to the RigVeda. According to the commentary of Sayanacharya, the whole of the Devi Sukta is the proclamation of a seer, the *Brahmabidushi* who has realized oneness with God. Later we find in the Mahabharata, Arjuna worships the Devi for her blessings before the war. Also, the Gopis of Brindavan worshipped Devi Katyayani to obtain Lord Krishna as their husband. The worship of Devi Kalika of the present form as Dakshina Kalika is said to be developed much recently by Krishnananda Agambagisha, the author of the famous work, Brihat Tantrasara.

In today's culture, the worship of Durga, Kali and Jagaddhatri is celebrated with great grandeur, especially in Bengal. The devotion for the Devi has also influenced the popular culture with addition of elements like 'Agomoni', 'Shyama Sangeet' and other songs and literary works of the great authors and poets of Bengal. In one such very famous literary work 'Anandamath', Bankim Chandra Chatterjee describes the forms of Jagaddhatri, Kali and Durga as different forms of the Bharat Mata.

Leaving apart the origins of the puja of the Devi, let us now see what science lies inside the depths of the worship and the idols of these forms of the Goddesses. Swami Pragyanananda of Ramkrishna Vedanta Math, in his 'Tantratattwa Praveshika' mentions that the image of Devi Kalika prior to the Dakshina Kalika is found in two forms: One having Devi Kalika sitting above Shiva, with Shiva lying as usual like a corpse and another, even prior to this image, the image of Shiva is found divided into two forms, Sadashiva and Mahakal. From Mahakal originates Mahakali. The image is thus, Sadashiva lying, Mahakala lying on top of him, and the Goddess Mahakali sitting above Mahakal.

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Although at first sight this can appear as very strange, to a sadhaka who has known 'the prana', it is the most accurately described and visually expressive form of a model of creation, and also the various stages of evolution of the prana.

Kala or time means 'to go on' or 'to move'. This refers to the vibrating or unstill prana. The sill prana is the 'nirguna' state of the Brahman, where the creative will power is not evolved. This phase is Sadashiva. As the creative will power gradually develops for the creation to manifest, the prana is referred to as 'Saguna Brahma' or Mahakal. Kriyabans also refer to the saguna and nirguna states of the Brahman with the Kutastha and Brihat kutastha respectively. This is where the Brahman identifies itself with the twin personalities of 'purusha' and 'prakriti'. This prakriti is the seed; the principal cause and force behind creation, from where gradually evolves 'Maya' and the twenty four cosmic principles. The Maya is the binding force in creation. According to Lahiri Mahashaya, in creation everything is built from assimilated 'Brahmanu' and bound together with the force of Maya.

Everything within the creation thus is the result of this difference or variation of 'The Prana'. In 'Shakti and Shakta' (Essays and Addresses on the Shakta tantrashastra) Sir John Woodroffe says, *"It is the desire for the life of form which produces the universe. This desire exists in the collective Vasanas, held like all else, in inchoate state in the Mother-Power, which passing from its own (Svarupa) formless state gives effect to them. Upon the expiration of the vast length of time which constitutes a day of Brahma the whole universe is withdrawn into the great Causal Womb (Yoni) which produced it. The limited selves are withdrawn into it, and again, when the creative throes are felt, are put forth from it, each appearing in that form and state which its previous Karma had made for it".*

The image of Maa Kali also shows the sadhaka the very important 'Khechari mudra'. Interested readers may find more subtle truths about the Mother being conveyed by Sadhak Ramprasad and Kamalakanta in their very beautiful songs dedicated to the Divine Mother. These songs, called 'Shyama Sangeet' stand out as a distinct sect of songs in the Bhakti culture which are rich not only in devotion and melody, but also give great insights inside the depths of the process of realization.

Now, a brief look at the image of Devi Chinnamasta, one of Mahakali's ten Mahavidya forms may not be considered out of context. In Devi Chinnamasta's image, we find that the Devi has severed her own head. Three streams of blood are found emerging; the middle one falling in the Devi's mouth, and the other two being drunk by two yoginis. A copulating couple is shown as her seat.

Now the breath normally flows through the ida or pingala channels, the prana being unstable. This course of breath can be made to change, to make the prana become stable after entering the susumna. This is achieved through 'pratyahara'. Mother Chinnamasta is teaching the sadhaka this very truth, 'to enter the divine susumna channel by the practise of pratyahara'. One may ask where the blood stream goes to, the head being severed? Swami Abhedananda, the great monastic disciple of Sri Ramakrishna used to say, 'Chinnamasta is found drinking blood, but without a stomach! How many people do understand this?' But there is no contradiction as one may find initially. The kundalini (shown here symbolically by a copulating couple) when is raised, ascents upwards through the susumna to meet Sahasrara. The blood flow is thus shown here upwards towards the Sahasrara. Also, Bisuddha chakra (throat region) is the point from where the prana can be kept upwards easily when ascended. Hence the Devi is found severing at this very point. This severing is thus the detachment of the bodily sensation and from the entanglement of Maya. The Divine Mother in this form of her teaches the sadhaka, the most sublime truths in the path of enlightenment. Thus, proper inference to the image can answer the sadhaka why the Tantras call Devi Chinnamasta as

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

'MahaMuktiprada' (the bestower of enlightenment).

The worship of Devi Durga is also the worship of the Prana: The word 'Durga' as described by kriyabans, comes from '*Durgo*' *(fort)*, meaning 'the one who is the owner/protector of the fort'. This fort refers to the body and its owner or protector being the prana. The prana in its five major divisions (Prana, Apana, Samana, Vyana and Udana) and five subdivisions (Naga, Kurma, Devadutta, Krikara and Dhananjaya) is the symbolic ten hands of Devi Durga. The lion resembles the courage that leaps up after the appearance of Kutastha.

The kriyaban or sadhaka comes across a state in his journey, when the cosmic consciousness, the blissful fountain of the great cosmic energy descends downwards washing away all the negativities of the sadhaka. The 'Durgapuja' now happens inside the body, as the two opposite sources of light play around and move in circular patterns. The 'Asura' inside can also be seen at this instant.

The literal meaning of the word '*Jagaddhatri*' is '*one who bears the world'*. The rituals of the worship of Devi Jagaddhatri are similar to Devi Durga. The tantras describe '*Uma Haimavati*' (mentioned in Kena Upanishad) the same as Devi Jagaddhatri, who guided the Devas destroying their ego. Both the Tantric and Upanishadic versions of the appearance of the Adi Shakti is descriptive of the state of the sadhaka, where there is control of the senses, and the mind (initially attached to the ego) which is Indra, confronts the dazzling light of the Kutastha, Devi Jagaddhatri. The Devi's (i.e, Kutastha's) appearance induces fierce courage inside the sadhaka; the courage which, like a lion jumps up to demolish the ego. This ego is shown as the elephant demon under the paws of the lion. Jagaddhatri is the supreme power, the 'prana', which 'bears the world'. The *Dhyana mantra* describes this form of the Mother 'holding the sankha (conch), Sharanga bow, chakra (discus) and panchaban (five arrows); she has upavita of snake and wears red clothes. The body colour of the Mother resembles the rising sun.' The unstruck sound of the Omkar as heard by the sadhaka is shown as the conch, the invincible time or kala as chakra, the five principal pranas as the five arrows, and the spinal column within the body as the bow. All of these are but the different forms of the supreme power, as in the tenth chapter of the Gita, we find the Lord explaining Arjuna.

The Divine Mother is thus worshipped in various forms as the expressions of the same: 'Prana'. The Kriyaban who practices Kriya regularly and keeps faith in Kriya and Guru easily comes to know the subtle aspects behind the rituals and attains the grace of the Devi. This grace is essential for the sadhaka to cross the Maya and also the point of transition where the astral body can ascend no more without the destruction of the 'ego'.

May the Divine Mother bless all!

ক্রিয়াযোগ ও বিজ্ঞান – প্রথম অংশ

– অমিতাভ দত্ত

আমরা সকলেই জানি, 'বিজ্ঞান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল বিশেষ রূপে জ্ঞান। এই অর্থের ভিতর ব্যাকরণগত দিক থেকে কিন্তু কোনো রূপ বিষয়-নির্ভরতা নেই। যদিও আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দটি'র সাথে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়েরই সম্বন্ধ জুড়ে নিয়েছি – এটা বড়ই আশ্চর্যজনক।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে কোনও তত্ব বা জ্ঞানকে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে শেখায়। কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজন, পরীক্ষাগারের পদ্ধতিগত নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষনজনিত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ পরীক্ষালব্ধ-ফলের আগেই সেই পরীক্ষাটি মানুষের মস্তিষ্ক-অভ্যন্তরেই শুরু হয়ে থাকে। মস্তিষ্কস্থিত সেই ভাবনাই মূলত মানুষকে কোনও তত্ব বা জ্ঞানকে যাচাই করিয়ে নিতে অনুপ্রেরিত করে।

প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলির জীবন-দর্শন মানুষকে ভাবতে শেখায়, তার মনের গহন-গভীরে তলিয়ে দেখতে শেখায়; যার ফলে মানুষ সেই অতল থেকে শুধুমাত্র মনের মন্থন-শক্তির দ্বারাই তার কাঙ্খিত জ্ঞান-রত্ন আহরণ করতে পারে।

মানব মস্তিস্কের শক্তির কথা ভাবলেই অবাক হতে হয়। সেই শক্তির অংশ-মাত্রের সঠিক প্রয়োগেই মানব উন্নততর হয়ে ওঠে। মস্তিষ্ক বিশেষত কিছু স্নায়ু(Nerve)কোষ দিয়েই তৈরি। আর এই স্নায়ু কোষ সমূহ শুধুমাত্র করোটি(Skull) অভ্যন্তরস্থ মস্তিষ্ক(Brain)ই নয়, মেরুদণ্ড(Spine)অভ্যন্তরস্থ সুষুম্নাকান্ড (Spinal Cord) হয়ে সমগ্র দেহেই স্নায়ুজাল রূপে ব্যাপ্ত। এই স্নায়ু কোষ সমূহের ঘনত্ব মস্তিষ্কে সর্বাধিক, আর তারপর সুষুম্নাকাণ্ডে। এই স্নায়ুকোষ-তন্ত্রের অমূল্য নিধিই মানবশরীরের সমস্ত দেহ-কর্মের নিয়ন্ত্রক, যাকে আবার এই অস্থি-মাংসের দেহ রক্ষাও করে।

জীববিজ্ঞান-গত ভাবে মানব দেহের মেরুদণ্ড(human spinal column) কয়েকটি অংশ বা কশেরুকা (Vertebrae) নিয়ে তৈরি। প্রতিটি কশেরুকার মাধ্যমে স্নায়ুসূত্র-গুলি সুষুম্না এবং দেহের বিভিন্ন অংশের সাথে যুক্ত। সমগ্র মেরুদণ্ড আবার পাঁচটি প্রধান অংশ বা ভাগে বিভক্ত।

মেরুদণ্ডের একদম নিচে ররেছে ত্রিভুজকৃতি Coccyx যা চারটি কশেরুকা নিয়ে তৈরি, তার উপরে রয়েছে পাঁচটি কশেরুকা নিয়েগঠিত Sacrum, তার উপরে পাঁচটি কশেরুকা নিয়ে Lumbar, তার উপরে বারোটি কশেরুকা নিয়ে Thoracic, তার উপরে সাতটি কশেরুকা নিয়ে তৈরি Cervical, যা তার প্রথম দুটি কশেরুকা Atlas এবং Axis দিয়ে মানব-মস্তিষ্ক করোটির সাথে যুক্ত।

এই প্রতিটি প্রধান অংশের সংযোগস্থল সন্নিহিত অঞ্চলে কয়েকটি স্নায়ুগুচ্ছ রয়েছে যা **চক্র**(Plexus)নামে অভিহিত। এই স্নায়ুগুচ্ছসমূহ তদসন্নিহিত দেহ-অঞ্চলের কর্মসম্পাদন তথা বিভিন্ন দেহ-গ্রন্থির(Gland) কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

মেরুদণ্ডের Coccyx অংশে গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরে রয়েছে **মূলধার**, তথা ব্রহ্ম-গ্রন্থি। Coccyx ও Sacrum সংযোগস্থলে লিঙ্গমূল সমান্তরাল অঞ্চলে রয়েছে **স্বাধিষ্ঠানচক্র**। Lumbar মধ্যাঞ্চলে নাভি-সমান্তরালে রয়েছে **মণিপুরচক্র**। Thoracic অংশের মধ্যাঞ্চলে হৃদয়-সমান্তরালে রয়েছে **অনাহতচক্র**। Thoracic এবং Cervical অংশের সংযোগস্থলে কন্ঠ-সমান্তরালে রয়েছে **বিশুদ্ধিচক্র**। ভ্রূ-দ্বয় সংযোগস্থল সমানান্তরালে, করোটি অভ্যন্তরস্থ গুরুমস্তিষ্ক(Cerebrum)এর Hypothalamus অঞ্চলের Pineal গ্রন্থির সামনে রয়েছে কূটস্থ বা **আজ্ঞাচক্র**। তার পরে তালুর উপরে রয়েছে ব্রহ্ম-রন্ধ্র, যার ঠিক বাইরে রয়েছে বৃহদ-কূটস্থ বা **সহস্রারচক্র**।

© 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

বিমুক্তিসোপান গ্রন্থে বলা আছে:-
**“গুহ্যেলিঙ্গে তথা নাভৌ হৃদয়ে কন্ঠদেশকে।
ক্রমর্ধ্যহেপি বিজানীয়াৎ ষটচক্রান্ত ক্রমাদিতি।।”**
অর্থাৎ ভ্রমধ্যে, কন্ঠদেশে, হৃদয়ে, নাভিমূলে, লিঙ্গদেশে ও গুহ্যস্থানে ষটচক্র বিরাজমান।

এই ষটচক্র হচ্ছে:-
১) ললাটে অর্থাৎ ভ্রমধ্যে আজ্ঞাচক্র,
২) আজ্ঞাচক্রের নিচে কন্ঠমূলে বিশুদ্ধিচক্র,
৩) বিশুদ্ধিচক্রের নিচে হৃদিস্থানে অনাহত চক্র,
৪) অনাহতচক্রের নিচে নাভিমূলে নাভি/মণিপুর চক্র,
৫) মণিপুর চক্রের নিচে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্র,
৬) গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যস্থলে কুন্দস্থানে সুষুম্নানাড়ীর মুখদেশে মূলাধারচক্র।

CHAKRAS (Plexus)
Location & Endocrine Glands

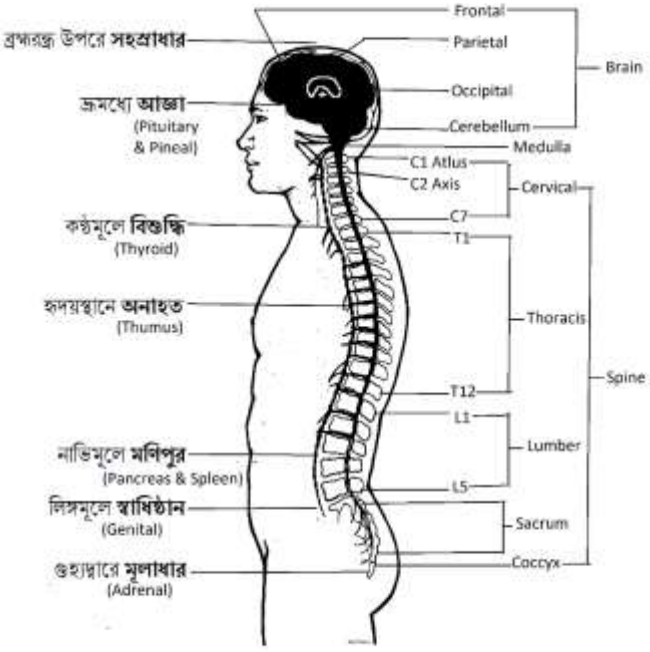

মানবদেহে বিভিন্ন চক্র'র অবস্থান এবং তদ সংলগ্ন দেহ-গ্রন্থি সমূহ

উপরোক্ত প্রতিটি চক্রে সুষুম্নার সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুগুলিকে দল বা পাপড়ি রূপে ভাবা হয়।

ক্রিয়াযোগ পদ্ধতি-প্রদত্ত প্রাণায়াম এবং ধ্যান দ্বারা এই সমস্ত চক্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরা সম্ভব, যার ফলে দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি তথা দেহগ্রন্থি দ্বারা যথাযথরূপে হরমোন-ক্ষরণ বা নিসরণও সম্ভব হয়।

মূলধারচক্র Adrenal গ্রন্থির, স্বাধিস্থান Genital গ্রন্থির, মণিপুর Pancreas ও Spleen, অনাহত Thymus, বিশুদ্ধি Thyroid তথা আজ্ঞা চক্র Pituitary ও Pineal গ্রন্থির নিসরণ নিয়ন্ত্রণ করে দেহের হরমোন-সমতা রক্ষা করে।

মেরুদণ্ডস্থিত এই পাঁচটি চক্র পঞ্চ-মূলতত্ব'এর রূপ, যারা বিভিন্ন দেহ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। মূলধারচক্র হল **ক্ষিতি** বা পৃথিবী-তত্ব, যা মল-মূত্র নিসরণ নিয়ন্ত্রক। স্বাধিস্থান হল **অপ** বা জল-তত্ব, যা দেহকামরস উৎপাদন ও নিসরণ নিয়ন্ত্রক। মণিপুরচক্র হল **তেজ** বা অগ্নিতত্ব, এই তেজসতত্ব- জঠরাগ্নি দ্বারাই শক্তি উৎপাদক। অনাহতচক্র হল **মরুৎ** বা বায়ু-তত্ব, যা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার চালক। বিশুদ্ধিচক্র হল **ব্যোম** বা আকাশ-তত্ব, যা শব্দ'এর আশ্রয়স্থল।

মস্তিষ্ক-অভ্যন্তরস্থ আজ্ঞাচক্র হল **কূটস্থ**-আত্ম-চৈতন্য, যা শরীর, মন, বুদ্ধি, ধী সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করে। তার উপরে **সহস্রাধার** হল বৃহদকূটস্থ, যা পরমাত্মার স্থান।

এই পঞ্চচক্র হল দেহরূপ কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা- সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীম ও যুধিষ্ঠীর, যারা আজ্ঞাচক্রস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'এর সহযোগে শরীরের কৌরবরূপী শত-বিকারের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে আমাদের উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে।

গুরুপ্রদর্শিতপথে সঠিকক্রিয়াপূর্বক পঞ্চপ্রাণ স্থির হলে সাধনার উচ্চতর স্তরে পৌছনো সম্ভব। তখনই দেহের পঞ্চকোষস্তর ভেদকরে সেই পরম শক্তির উপলব্ধি হয় – যখন দেহ-বস্তু-ভেদাভেদ থাকে না, আর ‘সর্বত্র খলিতম ব্রহ্ম’ এই বোধ আসে; যা বর্তমান বিজ্ঞান বহু শতাব্দী পরে পদার্থ-অনু আর শক্তির পরিবর্তনশীলতা এবং সেই অবস্থা পরিবর্তনের কারণ জানার-বোঝার চেষ্টা করছে।

– ক্রমশ –

– তথ্যসুত্র : গুরুদেবের উপদেশ ও আলোচনা,
– অন্যান্য ইন্টারনেট-সাইট সমূহ,
– সর্বোপরি গুরুদেব, পরমগুরু লিখিত পুস্তক।

ॐ

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

In Satsang with the Holy Master

(The Mystery behind Twelve Pranayamas)

- Dipanjan Dey

It is strange how in the presence of an illumined master all doubts get cleared from the mind and all questions get answered automatically. Many Kriya Masters have said in the past that the first Kriya in itself is a complete path to self-realization. It therefore implies that it is essential for a Kriyaban to know in due course of his sadhana all the subtle as well as gross aspects and benefits of the process.

One evening while few Kriyabans assembled at the master's residence were discussing certain aspects of kriya pranayama, a Kriyaban asked Guruji about the reason and/or logic behind the number of kriya pranayama being twelve besides its augmentation by a fixed factor of twelve with further progress in sadhana. Does number twelve then has any particular significance?

Master nodded and glanced towards the few of them rather amused and asked if anyone could answer the question. This put everyone into deep thinking and a few minutes later a disciple answered that it is to prepare the sadhak for the second stage of Kriya, where 144 pranayams are initially essential. But however, this could not answer the rationale behind the initial count being twelve that increases by a fixed factor of twelve.

A few minutes passed in silence with everyone struggling with the question while Gurudev's penetrating eyes passed upon all. Later still another disciple came up with a rather convincing explanation. He stated that owing to the fact that human body is capable of exploring the mysteries behind both micro and macrocosmic laws, the 24 cosmic principles (chaturvingshatitattwa) can be explored in his very body itself. Thus, with each pranayama, prana travelling twice through sushumna makes it possible for the yogi to explore in depth each of them and later setting himself free from their bindings. Although this answer was satisfying to some, Gurudev asserted that there was much more to be explained, as the answer was not yet complete. He however did not answer it but smiled and asked the kriyabans to contemplate over it and come up with a proper answer.

After that day, one of the disciples present that evening, while practicing Kriya during evening hours at his home and passing through the tranquil state of mind (that mostly comes after Kriya), the answer came to his mind at once; so vivid and clear that he felt he could run immediately to the Master to explain it. He stated that the first five chakras within the astral body starting from Muladhar Chakra relates to the pancha bhutas being earth, water, fire, air and ether (byom/akashtattva) after which the region of Omkar Tattva begins. Out of those five elements the gross human body and its course of life is affected by the first four as Akash/Vyomtattva is too subtle contributing to the merging of mind with higher consciousness. [This explains for the ascent of Yudhisthir to the heaven directly as the lone pandava besides deep hidden meaning of the idol of Devi Chhinnamasta, one of the ten Mahavidya forms of Divine Mother, where the Devi is seen severing her own head].

The human body is subject to influence by these tattvas in threefold ways vis-a-vis the three gunas natural to man viz sattva, rajas and tamas resulting in twelve permutations. These twelve permutations are the basis for defining the characteristics of each of the twelve astral signs (rashis). As the Sun passes over each of the astral signs completing one cycle of a year, changes in the course of all gross and subtle aspects of Nature and its beings take place. As for example with twelve months of the almanacs starting with the month of baishakh summer ascends characterised by fiery nature of 'mesha'

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

when sun enters it. The course of one's life influenced by the celestial bodies is also in accordance with their respective positions in the twelve astral signs. Thus to the yogi who wants to free himself of these external influences, the upward ascent above the five bhutas is absolutely necessary, as it happens indeed when the prana ascends upwards in course of pranayama. As the cycle of a year is completed with the sun passing over the astral signs, each cycle of twelve pranayams by a yogi completes a year of evolution of his mind escalating thus his spiritual progress.

Gurudev was satisfied by the disciple's answer and on a particular evening during discussions held at the library named after Paramguru asked him to explain it to others. It was then that Guruji elaborated on it and explained the necessity of practising 144 pranayams being essential to reach the higher state of mind. The Anahata Chakra is the place which must be mastered in order to attain the higher state of consciousness commonly known as hridaygranthivedan.

As propounded by Yogiraj Shyamacharan Lahiri Mahashay this is the goal of kriya given after the first Kriya. The Anahata Chakra is represented by twelve petals (nerve centre meeting 12 nerves) and has twelve matrikas. The atmasurya (resembling kutastha) revolves around it in a way similar to the physical sun revolving around the astral signs. The yogi freed from the tie of this knot enters the chidakash by penetrating the bright luminous star visible inside kutastha where the mind gets further stilled and the journey becomes relatively easier.

(To be continued)

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

This Violence in Man

– Saket Srivastava

The writer through his little understanding has come to realise two intrinsic characteristics of man that he humbly puts forth for discussion viz (a) joy- that he remains unaware of and (b) violence- which he is plagued with. What man mistakes to be joy is basically pleasure that he seeks constantly being driven by senses.

The basic difference between pleasure and joy is that while pleasure is dependent on causes, joy is independent of any cause and man in a state of joy remains unaffected by pleasure and pain but remains compassionate to one and all. While pleasure is pursued with the thoughts of pleasure already enjoyed acting as the driving force, joy can never be pursued as the same is the status quo of man- his inherent nature- that comes to light only when he with all his conflicts and struggles ceases to exist.

This pursuit of pleasure driven by senses drives man crazy and when such pursuit of pleasure gets somehow obstructed by external factors, anger erupts in man, making him thus violent. This violence may be express or latent and can either be physical or psychological or a combination of both. Generally physical violence is noticed getting expressed in action either through words or bodily movements but as far as psychological violence is concerned it is much deeper that keeps developing inside only to explode later. However instead of acknowledging this very complex problem of violence and its intrinsic nature deeply rooted in the psyche of man we are often found people preaching non-violence on the surface failing to understand that while violence is a fact, non-violence is an idea and a non-fact.

There cannot be nonviolence but only two possibilities- either **violence or no violence**. In fact this concept of nonviolence does convey that one should practice and become no violent at some space of time (and not instantly) by suppressing anger giving rise to the concept of tolerance failing to realise that such tolerance is rooted in conflict as man being uneasy or uncomfortable with his fellow men simply tolerates him behind the garb of civility and once that garb somehow gets removed his true intolerant/violent nature comes to light.

This is happening again and again as more the people are trying to be tolerant the more violence are they breeding inside owing to their failure to understand that suppression is not the way to no violence but only pure understanding of the disorder that such violence brings into one's life is, that can alone make one no violent without any effort as the very effort to be no violent will breed further violence. This concept of tolerance arises from man's failure to realise that there is no difference as such with others in the manner one has evolved except for sex and that all other differences are but necessarily of thoughts and therefore imagery like caste, religion, family, region, tribe, nation, power, prestige, fame, etc. Being badly woven with such identifications he gets transformed into a bundle of images with which he gets so badly attached that he starts seeking the same in others and finding non homogeneity becomes violent that he then unsuccessfully tries to suppress by acting tolerant. However, such an act takes away from him all his possibilities of knowing the real that he alone is capable of knowing by discriminating between real and unreal through the exercise of his intellect.

It is very unfortunate that instead of using his mind and intellect for the benefit of mankind and all creations of mother Earth man is seen demolishing the planet by killing its flora and fauna, his fellow beings and exploiting natural resources to the last drop for his vested interests and comfort besides inventing such things that can wipe out the entire creations of the planet at one go.

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Though man's ability to think has brought about vast technological advancements making his life better and comfortable, the same thoughts have created divisions on all possible planes putting thus one against another resulting ultimately in a brutal society devoid of love.

It is matter of fact that so far, no political and/or religious organisation has been able to produce a good society free of violence the reason being that this very intrinsic nature of man has been dealt in a suppressive manner. Instead of looking into the very fact that one is violent one tries to be nonviolent by inventing various means thinking the same to be the standard way of civilised living thus remaining oblivious of the fact that such an act is but suppression that going deep down into one's psyche erupts later only to bring in more damage.

Since violence comes from anger which comes from the obstruction in the path of pursuit of pleasure, pleasure has to be understood well as its very pursuit is the root since pleasure is always short lived and dependent on causes. Some may derive pleasure in accumulating wealth/ knowledge/authority/prestige/power/recognition/ rewards whereas some still in sadistic activities all directed at empowering him and placing him in a dominant position only to gratify his ego that gives him a subtle deep pleasure. If deeply observed this power is evil as it is the source of all violence, latent or express, and since it is more of psyche than of physical it has to be understood well if one at all is serious enough in dealing with the complex problem of violence that is ripping the whole world apart! ॐ

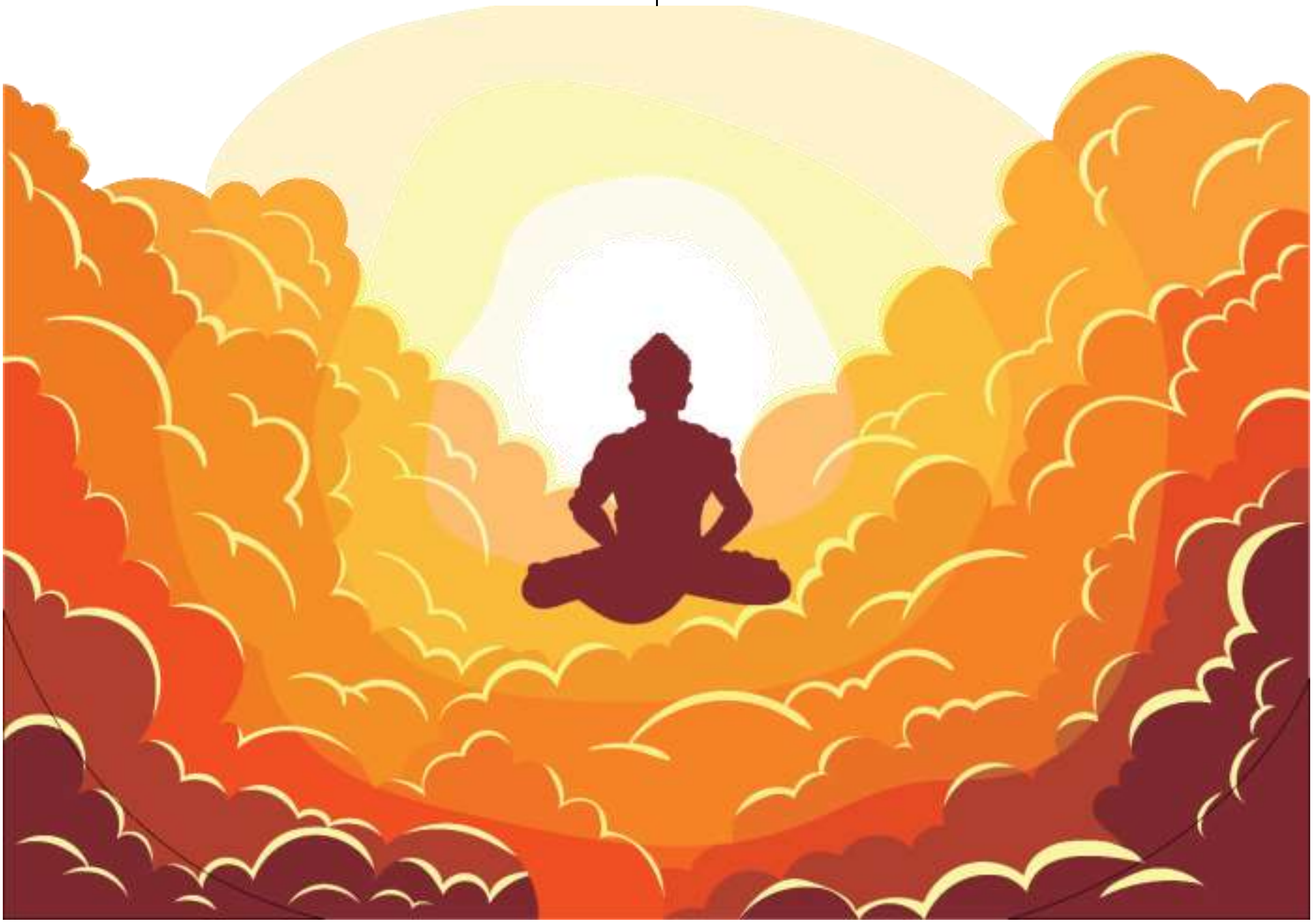

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Why do we have Mental Distractions While Doing Kriya?

– Papia Chatterjee

All of us who do Kriya Yoga would agree that when we sit down to meditate, it's only around that time when all futile thoughts start floating in our mind. Our mind otherwise may be tranquil, but the moment we close our eyes and start concentrating for doing kriya yoga, multiple random thoughts and incidents start emerging from nowhere.

In order to understand how to stop these floating thoughts, let's first understand why do these random thoughts pop-up in the first place.

In Kriya Yoga, it is believed that the human body and mind are intimately linked together, especially with the brain, where the Sahasrara Chakra or the Crown Plexus resides. Our body has three primary channels originating from this Sahasra Chakra: Ida, Pingala, and Sushumna. The **left channel** is called the ***Ida Naadi***, the **right channel** is the ***PinglaNaadi***, and the **central channel** that runs from the SahasraraChakra or crown plexus to the base of our spine or Mooladhara Chakra, is the **SushumnaNaadi**.

The reason for a restless mind is the fact that most of the time the prana or the life force energy is working either through Ida or Pingala, and NOT through the Sushumna.

Ida and Pingala channels are mostly meant for performing worldly actions. As per the yogic understanding, certain actions are performed better if the Ida is more active, while certain actions are performed better when the Pingala is working more. It is said that if one is good at aesthetics, music, and other forms of creative finesse then it's the Ida naadi that's working more, and for all other physical activities like eating, sleeping, mating, it's the Pingala naadi that's dominant.

However, we cannot say that out of Ida and Pingala, one is better than the other. When we sit down to do Kriya, the objective is to try bringing the prana from the Ida or the Pingalanaadi to the Sushumnanaadi, while the prana tries to shuffle between the left and right channels.

So in any normal human being, the fact that the prana flows either through the Ida or the Pingala, is the cause behind random thoughts originating in our mind and breaking our concentration.

To tranquilize our mind, we need to bring this prana flowing through Ida or Pingala, into the central channel - the Sushumna naadi.

For most people, the Sushumna naadi is filled with all sorts of muck or dirt, including the karma of the past lives. This muck needs to be cleared by the practice of kriya yoga so that the prana can flow through this central channel. Once the Sushumna naadi is clear and the prana can be diverted to the central channel, these floating thoughts automatically vanish, and things become easier.

The only scientific way to get rid of distractions during kriya yoga is to bring back our wandering mind and concentrate on our prana, by shifting it upwards and downwards from Muladhara to upward, and vice versa. The essence is to practice bringing our mind upward from the gross to the subtle.

Most importantly, we should always fix a daily schedule for the kriya yoga practice. Sticking to a schedule is one of the ways we can avoid our minds wandering aimlessly.

To conclude, the bottom line is, a regular practice of taming our prana is the only way forward to terminate these wandering thoughts, enabling us to proceed successfully on our spiritual path.

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Some Quotes of Gurudev Acharya Dr Sudhin Ray with Explanation

– Saket Srivastava

Massaging the feet of Gurudev is not real service as hardly any service can be offered from the gross body-mind; hence one must be deeply involved with one's Guru to feel his rhythm as only then can he blossom

By the grace and blessings of Gurudev light is bound to endow upon the disciple by clearing darkness

Only upon receiving the right eyes from Gurudev can one visualize God

Gurudev expects his disciples to feel the rhythm of one's Guru- in earthly form as well as the real Guru which is his soul/atman- only then can a disciple blossom. What Gurudev emphasizes here is deep communion with one's Guru. Just like a flower blossoms and spreads its fragrance when its tuning with mother nature is perfect in all dimensions, similarly when the tuning of disciple with his inner guru through the guidance of his physical guru (in earthly form) is total, Truth gets revealed unto him and he blossoms with joy realising his true nature being Sat-Chit-Ananda. Without having this realisation or self-knowledge all offerings from one's gross body-mind at the feet of one's Guru (in earthly form) be it materials or massaging his feet are trivial and futile as they do not please the Guru since his only objective is to see his disciples blossom with joy and live in harmony within and outside for the betterment of mankind and all living beings alike.

Gurudev further states that only upon receiving the right eyes from one's Master can one visualize God or Sat-Chit-Ananda. What he actually implies here is **Upanayan** which is but opening of one's third eye by an enlightened master (that however have remained closed for many births due to ignorance) for enabling him to know that **he is the Light-** glimpses of which he sees during upanayan or upon receiving the right eyes from his Master. This awakening to the inner treasure, being light, which is Sat-Chit-Ananda, is a matter of deep realisation and the most precious gift on the planet that anyone can give or receive. Accordingly a disciple remains grateful to his Master who by doing Upanayan wakes him up from the slumber into which he has been languishing for ages and this benediction of Guru is the only punya or right work that helps such disciple to know his true nature that he remains oblivious of and therefore reels under miseries. However to know oneself completely as the all-pervading Light being the source of creation and/or evolution one has to practise kriya unceasingly with single pointed devotion and unwavering faith in the Master as only Gurukripa alone can help him enter a dimension absolutely unknown to him but to which the Master already belongs to but for his performing worldly duties remains in the dimension of his disciple giving an idea that he belongs to the dimension of the disciple. Of course, such dimension of Sat Guru is unbounded, infinite and timeless as there is **no centre** with the self totally merged with universality and its separate existence thus already ceased.

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

Mind has forgotten the route to its source/origin and therefore restless. Subtle mind is the indrayatit/pure mind- this pure mind is bhootnath

When one is focused in gross mind, faults are bound to occur; however, on getting focused in subtle mind there will be no more faults

The more the mind gets stilled, the more it becomes pure and one can visualize the subtle body.

One must try to link mind with prana since as long as the mind is linked with body sadhana will not happen

Here Master tries to explain the mind as is known and perceived by ordinary man which is restless/gross/indriyagat mind. It therefore implies that there is a stage where the mind is absolutely still-which in turn must be the powerhouse of energy (static energy) and the source of everything including the restless mind-restless mind being the gross and still mind being the subtle or indriyatit mind. Now the question arises as to why the mind is restless or is there any way to still the mind or what is the need at all to still the mind, etc, etc. Actually mind itself signifies restlessness-for when it is not still it is bound to be restless-since its very existence lies in its capacity to think-thinking that not only produces desires *[due to gyanendriyas (eyes, ears, nose, skin, tongue) responding to vishays being roop, rus, shabd, sparsh, gandh]* but also recall past events (memories) and contemplate future based on such past but never remains in the 'here and now' or 'this moment'. **Only when mind is in kutastha it is still-** being in the here and now or this moment- happening only when pranic energy starts flowing through susumna instead of ida and pingla. Only such a still mind is unperturbed being indriyatit (and hence pure) since gyanendriyas lose their affinity for vishyas due to the mind being filled with sattva gunas and established in kutastha and therefore reluctant to come down to chakras below Manipur, that is, Swadisthan and Muladhar, both being the seats of vishayas. Only such a pure/subtle/indriyatit mind linked with prana is apt for sadhana as mind linked with body (precisely Swadisthan and Muladhar) and not established in kutastha is unfit for sadhana. Gurudev therefore emphasizes on stilling the mind, but without any effort, possible only through choice less observation, a state where the observer is the observed, since more the mind gets stilled the more it gets subtle thus enabling one to observe the subtle body that in turn observes the gross body performing all the worldly functions. One having such subtle body-mind is completely attentive and watchful of all his actions with his each action being performed with full clarity and watched simultaneously so that faults do not occur. This is possible since with a mind absolutely still one can observe his subtle body being separate from his gross body that then observes the gross body performing all the actions- the same being a subject matter of very deep realisation and indescribable in words. Gurudev further states that Truth is revealed only when the mind is so subtle that it ceases to operate- a state referred to as **'no mind state'- [YOGASCHITTAWRITTINIRODAH: Patanjali Yoga sutra 2]** so that one may go to the very source of mind as through thoughts that the mind is constantly generating one can never know the source! ॐ

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved

ASHRAM PUBLICATIONS

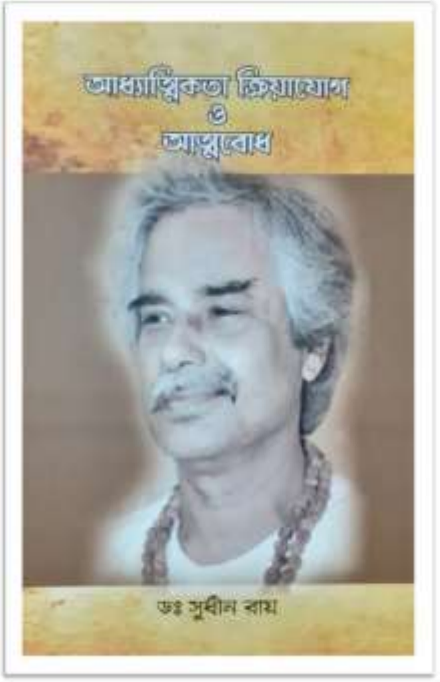

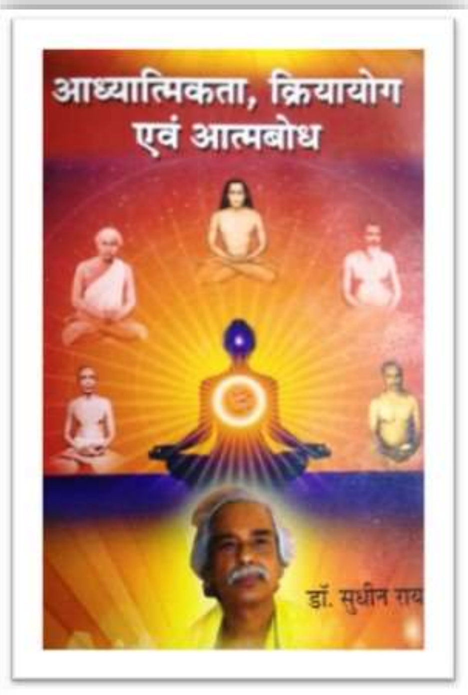

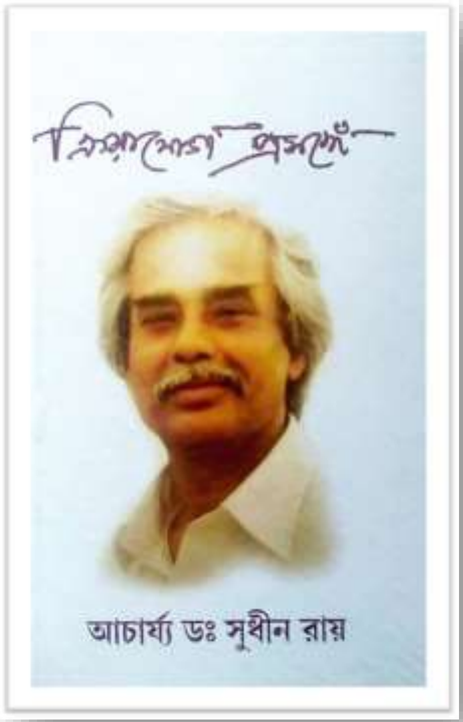

Order Ashram books and publications from our Website www.rykym.org

ABOUT "ANWESHAN"

Anweshan is the editorial mouthpiece of RYKYM. This magazine is being published for readers interested in Kriya Yoga and spirituality. Please send your suggestions/ feedbacks on articles published in the magazine at info@rykym.org

TO KNOW MORE ABOUT KRIYA YOGA KINDLY SCAN THIS CODE FROM YOUR MOBILE DEVICE

 © 2020 RYKYM.org All Rights Reserved